ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 September, 2023 ■ আগরতলা ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে ধুমধামে পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও শুরু হয়েছে গণেশ চতুর্থী। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যেও মহা ধুমধামে আয়োজিত হচ্ছে গণেশ পুজো। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ও বড় আকারে প্রচুর পজোর আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও আগরতলা রবীন্দ্রভবনের সামনে গণপতি সামাজিক সংস্থা সাধ্য অনুযায়ী তাদের পূজোর আয়োজন করেছে। রাজধানীর আগরতলা শহর রাজ্যের সর্বত্রই গণেশ পূজাকে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আগরতলা শহর এলাকার বেশ কিছু পূজা মন্দির গত দু-তিনদিন ধরেই আলোক সজ্জায় সজ্জিত হয়ে উঠেছে। গণেশ পূজাকে কেন্দ্র করে শহর এলাকায় লোকারন্য। বসেছে মেলাও। আগরতলা ছাড়াও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিশেষ করে শান্তির বাজারে গণেশ পূজাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে ভক্ত প্রাণ মানুষের মধ্যে। আট লক্ষ টাকা বাজেটের গনেশ পূজার আয়োজন করেছে সুগারমিল গনেশ পূজা কমিটির নেতৃত্বরা। শান্তির বাজার মহকুমার সুগারমিল গনেশপূজা কমিটির উদ্দ্যোগে এইবছর প্রথমবারের মতো সার্বজনীন গনেশ পূজার আয়োজন করা হয়েছে। আজ থেকে এই গনেশ পূজার শুভ সূচনা করা হয়েছে। গনেশ পূজাকে কেন্দ্র করে সমাপ্তি দিন পর্যন্ত চলবে নানান সামাজিক আনুষ্ঠান। এর মধ্যে একদিন পূজায় আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে পুস্পান্ন বিতরন করা হবে।

এইবছর প্রথমবারের মতো পূজা করাতে বাজেট রাখা হয়েছে ৮ লক্ষ টাকা। সুগারমিল এলাকায় গনেশ পূজা আয়োজন করাতে শান্তির বাজারের লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

হট্টগোলের মধ্যেই লোকসভায় পেশ মহিলা সংরক্ষণ বিল

নারী শক্তি বন্দন

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিরোধীদের হট্টগোলের মধ্যেই সংসদের নতুন ভবনের লোকসভায় মঙ্গলবার পেশ করা হল মহিলা সংরক্ষণ বিল। বিলটি পেশ করলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তিনি বলেছেন, এই বিলটি নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। সংবিধানের ২৩৯এএ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে, দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত হবে।' সংসদের নতুন ভবনে বিশেষ অধিবেশনে পেশ করা এই বিলের নাম দেওয়া হল 'নারী শক্তি বন্দন'।

মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "মহিলা সংরক্ষণ বিল আগেও পেশ করা হয়েছে। কিন্তু পাশ করানো হয়নি। ভগবান হয়তো এটা করার (মহিলা সংরক্ষণ বিল) জন্য আমায় বেছে নিয়েছেন। মা-বোনেদের আশ্বস্ত করছি। এই বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য আমরা সংকল্পবদ্ধ।" প্রধানমন্ত্রীর পর সংসদের নতুন ভবনের লোকসভায় বক্তৃতা করেন অধীর চৌধুরী। মহিলা সংরক্ষণ বিলের ইতিহাস নিয়ে কথা বলেন অধীর। অধীর বলেন যে, কংগ্রেস আমলে বিলটি আনা হয়েছিল। উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। যার প্রতিবাদ জানান শাসকদলের সাংসদেরা।

এদিকে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের প্রতিটি প্রকল্পই নারী নেতৃত্বের প্রতি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার নতুন সংসদ ভবনে প্রবেশের পর, লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'প্রতিটি দেশের উন্নয়ন যাত্রায় এমন মাইলফলক আসে, যখন গর্বের সঙ্গে বলে আজ আমরা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম ভাষণে আমি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস ও গর্বের সঙ্গে বলছি, আজকের মুহূর্ত, আজকের দিনটি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হতে চলেছে।' মোদী বলেছেন, 'বহু বছর ধরে নারী সংরক্ষণ নিয়ে অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো এ সংক্রান্ত বিল আনা হয়। অটলজির আমলে মহিলা সংরক্ষণ বিল বেশ কয়েকবার উত্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু এটি পাস করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। যার কারণে সেই স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'নারীর ক্ষমতায়ন এবং তাঁদের ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর এই পবিত্র কাজের জন্য হয়তো ঈশ্বর আমাকে বেছে নিয়েছেন। আবারও আমাদের সরকার এ দিকে পদক্ষেপ নিয়েছে। গতকালই মন্ত্রিসভা মহিলা সংরক্ষণ বিল অনুমোদন করেছে। সে কারণেই ১৯ সেপ্টেম্বরের এই তারিখটি ইতিহাসে অমরত্ব পেতে চলেছে।..আজ এই ঐতিহাসিক উপলক্ষ্যে নতুন সংসদ ভবনে সংসদের প্রথম কার্যবিবরণী উপলক্ষে দেশবাসী এই নতুন পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এটি শুরু করতে যাচ্ছি যে সমস্ত সংসদ সদস্যদের একত্রিত হয়ে দেশের নারী শক্তির জন্য নতুন প্রবেশের দ্বার উন্মোচন করতে হবে।' মোদী বলেছেন, 'নারীর নেতৃত্বে উন্নয়নে আমাদের সংকল্পকে এগিয়ে নিয়ে, আজ আমাদের সরকার একটি বড় সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করছে। এই বিলের লক্ষ্য হল লোকসভা এবং বিধানসভায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো।'

বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত বিদ্যুৎকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। হুক লাইনে বিদ্যুৎ চুরি ও বিদ্যুৎ অপচয়ের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। হোক লাইনে বিদ্যুৎ চুরির ফলে একদিকে যেমন বৈধ গ্রাহকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ঠিক তেমনি বিদ্যুৎ গোলযোগও মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ নিগম বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করার জন্য অভিযান অব্যাহত রেখেছে। বিদ্যুৎ লাইন ছিন্ন করতে গিয়ে প্রায়ই বিদ্যুৎ কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন।

রাজ্য সরকার এবং বিদ্যুৎ দপ্তর সরকারি বিদ্যুৎ সংযোগ সঠিকভাবে ব্যবহার এবং বিল প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও কিছু সংখ্যক অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগকারীর কারণে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। যেসব বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা অবৈধ হুকলাইন কাটতে যাচ্ছে উল্টা তারা আক্রমণের শিকার হচ্ছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের হাফলং সাব স্টেশনের অধীন মধুবন এডিসি ভিলেজের ৮০ ধুন এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা, সমাধানের জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের অস্থায়ী কর্মী হরিচরণ নাথ সোমবার দুপুর সাড়ে তিনটার দিকে মধুবন এডিসি ভিলেজের ৮০ ধুন এলাকায় যেখানে বিদ্যুৎ সংযোগের সমস্যা দেখা দিয়েছে সেখানে যায়। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পায় যেখানে লাইনের সমস্যা রয়েছে সেখানে এলাকার প্রণয় নাথের বৈধ সংযোগটি কাটা এবং একটি অবৈধ সংযোগ রয়েছে। হরিচরণ নাথ যথারীতি অবৈধ হুক লাইনের সংযোগটি কেটে দিয়ে বিদ্যুতের লাইন মেরামত করে। কাজ শেষ হতে হতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযানের পঞ্চম পর্বের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোরের পঞ্চম পর্বের শুভ সূচনা হয়। মঙ্গলবার বেলা একটায় বিলোনীয়া শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে রাজ্যভিত্তিক মাসকা পঞ্চম পর্বের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা,প্রদীপ প্রজ্জলনের পর ছোট শিশু দের মুখ্যমন্ত্রী কৃমিনাশক ওষুধের ডোজ খাইয়ে দেন, আজ ১৯ শে সেপ্টেম্বর শুরু হবে চলবে তেসরা অক্টোবর। শিশু ও কিশোর কিশোরীর অন্ত্রে কৃমি সংক্রমন, শরীরে ভিটামিন এ র অভাব,শৈশবে ডায়রিয়া এবং আয়রন ফলিক অ্যাসিডের অভাব ও কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি উদ্বেগ জনক বিষয় ,এইসব ঘাটতির কারনে শিশুরা অপুষ্টি, রক্তাল্পতায় ভোগে ,সেই সঙ্গে তাদের শিক্ষাগত, শারীরিক, মানষিক ব্যাহত হয় ।শিশু ও কিশোর কিশোরী দের সুস রাখতে শূন্য থেকে উনিশ বছর বয়সের কিশোর কিশোরী দের রক্তাল্পতা নিয়ন্ত্রন করা ই মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযানের উদ্দেশ্য, মাসকা পঞ্চম পর্বের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিপ্রাসাদের বাদ দিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয় ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। তিপ্রা মথা তিপ্রাসাদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সবসময়ই কাজ করে চলেছে।

তিপ্রাসাদের বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু এই দেশ এবং এই রাজ্য কোন এক সময় তিপ্রাসাদের ছিল। সামাজিক মাধ্যমে এসে দিল্লি থেকে এমনটাই দাবি করলেন তিপ্রা মথার প্রাক্তন সুপ্রিম প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

তিনি বলেন যতবারই কেন্দ্রের সাথে আলোচনা হয়েছে ততবারই তিপ্রাসাদের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ব্যক্তিগত কোন স্বার্থে আলোচনায় বসেন নি বলে জানান প্রদ্যোৎ।

গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের প্রসঙ্গে তিনি বলেন এই দাবি যাতে কেন্দ্রের সরকারের কাছে পৌঁছায় তার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এক সুরে দিল্লির উদ্দেশ্যে আওয়াজ তুলতে হবে।

কারণ থানসা না থাকলে কেন্দ্র কথা শুনবে না।

আর থানসা না থাকাটাই তিপ্রাসাদেরদুর্বলতা সেটা এদিন স্পষ্ট করে দিলেন প্রদ্যোত। আরো বলেন দাবি পূরণ না করে ময়দান ছাড়লে জনজাতিতে ক্ষতি হবে।

উদ্ধার চুরি যাওয়া সামগ্রী

কুখ্যাত ৫ চোরকে জালে তুললো পূর্ব থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুরি যাওয়া বিভিন্ন জিনিস পত্র সহ পাঁচ জন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ।তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ডা. কিরণ কুমার।

পুলিশ সুপার ডা. কিরণ কুমার জানিয়েছেন,কিছু দিন যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় থেকে চুরির অভিযোগ উঠে আসছিল।সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল।গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তি খবর আসে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।অবশেষে চোর চক্রকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ।লেকইচৌমুহনী বাজার থেকে রাজু কর্মকার (২৪) ও সোহেল চৌধুরী (৩৪) নামে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে দুটি ল্যাপটপ, একটি টিভি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নদীতে ঝাঁপ গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার বিকেল ৪.৩০ নাগাদ কল্যাণপুর ব্রিজ থেকে খোয়াই নদীতে ঝাপ দেয় ১৮ বছর বয়সি গঙ্গা মুন্ডা বর্মন নামে এক গৃহবধূ। তার স্বামীর নাম বিশু বর্মন।ঠিকানা কল্যাণপুরে দাচুরা তে। খবর দেওয়া হয় কল্যাণপুর আরক্ষা দপ্তরে সেখান থেকে খবর দেওয়া হয় কল্যাণপুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে এবং কল্যাণপুর স্কাউটস এন্ড গাইডসের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিমকে। তৎক্ষণাৎ ছুটে যায় কল্যাণপুর আরক্ষা দপ্তর, অগ্নিনির্বাপক ☛ ৬ এরপাতায় দেখুন

বধূর রহস্য মৃত্যুকে গিরে জিবি হাসপাতালে রণক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে গৃহবধূ নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার দুপুরে রণক্ষেত্রের রূপ নিল আগরতলার জিবি হাসপাতাল। ছেলের বাড়ির লোকজনদের গণহারে পিটুনি দিল মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনেরা।

জানা যায়, বাধারঘাট এলাকার কাঞ্চন পল্লী দেব টিলার বাসিন্দা চন্দ্রা দেবের সঙ্গে ১৫ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল যোগেন্দ্রনগরের আদর্শ কলোনির বাসিন্দা উত্তম দেবের। চন্দ্রা দেবের ডাকনাম তপা। বাবা-মায়ের ছিল খুব আদরের এই কন্যা। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সংসার করার পর থেকেই দুঃখ দুর্দশা নেমে আসে তার কপালে। এমনটাই অভিযোগ চন্দ্রার বাপের বাড়ির লোকজন এদের। হঠাৎ করেই স্বামী উত্তম দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করে বসে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন এদের কাছে। শশুর বাড়ি থেকে এই টাকা না পাওয়ায় উত্তম দেব তার স্ত্রী চন্দ্রা দেবের উপর শুরু অত্যাচার। এমনটাই অভিযোগ করেছেন চন্দ্রার মা এবং ভাই।

চন্দ্রাকে তার শ্বশুরবাড়িতে দেখতে গেলে বিভিন্ন সময়ে অপমানিত লাঞ্চিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ঃ ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। বিশ্ব রেল মানচিত্রে ভারতীয় রেলের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে তার বিস্তৃতির কারণে। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরাতে বর্তমানে প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক রেলের যাতায়াত রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে বর্তমানে ১৮ টি রাজ্যের যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু রেলে যে নিরাপত্তার প্রয়োজন তা নেই বললেই চলে। কিছু সংখ্যা প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাদ দিয়ে দূরপাল্লার ট্রেনে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আরপিএফ এর কঠোর নজরদারি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তব অন্যরকম কথা বলে। রাজধানী এক্সপ্রেস নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আবৃত থাকলেও অন্যান্য দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে তেমন একটা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই। রাজ্যের রাজধানী আগরতলা থেকে দূরপাল্লার ট্রেন যেমন কমলাবতী এক্সপ্রেস ,হাবিবগঞ্জ এক্সপ্রেস এগুলিতে যেমন নোংরা তেমনি নিরাপত্তা নিয়ে বিশাল প্রশ্ন দয়া করে দিয়েছে। সঠিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় না বলে এই রেল গুলির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তা নিয়ে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা দিনের পর দিন গভীর রূপ নিচ্ছে। আগরতলা থেকে শুরু করে এন সি হিল পর্যন্ত কোন ধরনের আরপিএফ এর দেখা পাওয়া খুবই দুষ্কর। যখন যেখানে ইচ্ছে যত সময় মনে হয় রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে কোন টাইম টেবিলের বাধ্যবাধকতা নেই। এমনকি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টু টায়ার বা থ্রি টায়ারে পর্যন্ত নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে এসেছে। প্রতিদিন যাত্রীরা তাদের বহুমূল্যবান জিনিসপত্র এবং টাকা পয়সা হারাচ্ছে। বেশি হলে সাধারণ মানুষ টাকা পয়সা খাওয়ানোর পর অভিযোগ জানাচ্ছে কিন্তু কোন অভিযোগের কোন সুরাহা কেউ পাচ্ছে না। রবিবার অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আগরতলা থেকে যে কমলাবতী ট্রেনটি ছাড়ে তাতে ধর্মনগর থেকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টু টায়ারে ৩৩ নং সিটে সফর করছিলেন ধর্মগরের বুদ্ধ সরকার নামে এক ব্যক্তি নিউ জলপাইগুড়ি যাবেন বলে। রাত্রি সাড়ে দশটার দিকে খাওয়া শেষ করে হঠাৎ করে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। উনার গলায় একটি ব্যাগ কথা ছিল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩৩৬ ▫ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ২ আশ্বিন ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় অপুষ্টি বাড়িতেছে

কান পাতিলেই শোনা যায়, ইন্ডিয়া 'ডিজিটাল' হইতেছে। দেশ প্রযুক্তিতে দারুণ উন্নতি করিতেছে। কৃষি, শিল্প সব ক্ষেত্রেই উন্নত প্রযুক্তি আসিতছে, ফসল উৎপাদনের নিত্য নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার হইতেছে। কম সময়ে বেশি উৎপাদন করারও নানা উপায় আসিয়াছে। অথচ দারিদ্র-অপুষ্টি-অনাহার বাড়িতেছে। ক্রমশ ক্ষুধাতালিকায় নিচের দিকে নামিতেছে দেশ। এমনকি শিশুরাও প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবারটুকু পাইতেছে না। বাড়িতেছে শিশুমৃত্যুর হার, শিশুর অপুষ্টি। এসব কেন ঘটিতেছে, প্রশ্ন তুলিলেই এক দল ধুরন্ধর বলেন, আরে মশাই ওসব বলে লাভ নাই। পপুলেশন না কমিলে কিছুই করা যাইবে না। এত মানুষ যাইবে কোথায়, এতজনের খাবার, চাকরি জোগাইবে কে? তাঁহাদের মতে, জনসংখ্যাই হইতেছে যত নষ্টের গোড়া। সমাজের যাবতীয় সংকট, বেকারি, অপুষ্টি ইত্যাদির জন্য দায়ী নাকি ওই 'পপুলেশন'। তাহাদের মতে, জনসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়াই সবার খাদ্য মিলিতেছে না, সবার কাজ জুটিতেছে না।গভীরে ভাবিলে বোঝা যায়, এই প্রচার কতখানি ফাঁপা। সত্যিই কি সবার জন্য খাদ্য নাই? বাজারে, শপিং মলে গেলে থরে থরে সাজানো খাদ্যপণ্য। বাজারে খাবারের অভাব কি আদৌ দেখা যায়? এ ছাড়া অপুষ্টিতে ভুগছে কাহারা? কখনও শোনা গেছে, আম্বানি-আদানির মতো শিল্পপতি বা তাহাদের পরিবারের কারও খাবার বা কাজ বা অন্য কোনও কিছুর অভাব হইয়াছে? এ সমাজে একটা ছোট শিশুও জানে, যত অনাহার , যত বেকারি ,যত অভাব-অনটন সব শুধু নিচের তলার খাটিয়া খাওয়া মানুষের জন্য। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের দুর্দশা যতই বাড়িতেছে, মুষ্টিমেয় এক শ্রেণির সম্পদও ততই ফুলিয়া ফাপিয়া উঠিতেছে।বিগত দুই বছরের করোনা অতিমারির কথাই যদি ধরি, আমাদের দেশে হঠাৎ ঘোষিত লকডাউনে যখন গোটা দেশের পরিবহন অবরুদ্ধ, পরিযায়ী শ্রমিকরা মাইলের পর মাইল হাটিয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন, পথশ্রমে অনাহারে অসুস্থতায় মারা যাইতেছেন, লক্ষ মানুষের কাজ চলিয়া যাইতেছে, হাসপাতালের বেডে অক্সিজেনের অভাবে মানুষ ছটফট করিতে করিতে মারা যাইতেছে।সেই সময়ই কিন্তু আম্বানি আদানি সহ দেশের বড় বড় শিল্পপতিরা একশো গুণ দুশো গুণ মুনাফা বাড়াইয়াছেন। বিশ্বের ধনকুবেরদের তালিকায় ভারতের অনেক পুঁজিমালিক নতুন করিয়া স্থান পাইয়াছে। গোটা দেশের টালমাটাল অর্থনীতির আঁচটুকুও তাহাদের গায়ে লাগেনি। সুতরাং, দেশে সম্পদ নাই, খাদ্য নাই এমন নয়। টন টন খাবার গুদামে পচিয়া নষ্ট হইতেছে। দাম না পাইয়া অসহায় চাষিরা নিজের শ্রম নিংড়ে ফলানো ফসল জ্বালাইয়া দিতেছে। তাহা সত্ত্বেও দারিদ্র-অভাব এর কথা উঠিলেই জনসংখ্যা কমানোর প্রশ্ন তোলা হয় কেন?আসলে এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের অনেকেরই এটা নিজস্ব মত নয়। বাজারচলতি মিডিয়া, ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের মতো মাধ্যম মূলত এমনটাই প্রচার করিয়া থাকে। এমনকি স্কুল-কলেজের বইতেও দারিদ্রের কারণ হিসাবে 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি'কেই একটা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে দেখানো হয়। এর তীব্রতা বোঝাইতে কেতাবি নাম দেওয়া হয় 'জনবিস্ফোরণ'। প্রচার এমনভাবে চলে যে, বেশিরভাগ মানুষেরই তলিয়ে ভাবা বা তথ্য-পরিসংখ্যান মিলাইয়া দেখিবার কথা মনে থাকে না। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেশিরভাগ দেশের সরকার-প্রশাসন এবং তাদের টাকায় চলা নানা প্রতিষ্ঠান এই প্রচারে একেবারে সামনের সারিতে থাকে। আমাদের দেশেও যে সরকারই ক্ষমতায় থাক, তাহারা মাঝে মাঝেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়া ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। সাধারণ মানুষের ভোটে জিতিয়া ক্ষমতায় বসা সরকারগুলোর মানুষের প্রতি দায়িত্ব, নাগরিকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এর অধিকার সব পিছনে চলিয়া যায়, সামনে আসে শুধু ওই জনসংখ্যা। ভাবখানা এমন, যেন মানুষ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াই এই সাধারণ মানুষগুলো মহা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে, প্রবল সদিচ্ছা সত্বেও এতগুলো মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে অপারগ হইতেছে।

কুড়ি বছর পর আজ মেসি-রোনাল্ডোহীন চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরু হচ্ছে

জেনেভা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ২০২৩ -২৪ চ্যাম্পিয়নস লিগে শুরু হচ্ছে। আজ ইউরোপ সেরা এই আসর হচ্ছে মেসি-রোনাল্ডো ছাড়া।২০০৩-০৪ থেকে ২০২০-২২ মরশুম পর্যন্ত রোনাল্ডো খেলেছিলেন এই আসরে। আর ২০০৪ থেকে গত মরশুম পর্যন্ত মেসি খেলেছিলেন এই আসরে।দু''জনে মিলে ৯বার চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা জিতেছেন। আজ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ী বার্সিলোনা , বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি,এসি মিলন,পিএসজি,বুরুশিয়া ডটমুন্ডের মত ক্লাবগুলো মাঠে নামছে। এবার ৩২ দলকে নিয়ে শেষ চ্যাম্পিয়নস লীগের আসর হচ্ছে। সামনের বছর থেকে ৩৬ দলের টুর্নামেন্ট হবে, এ কথা জানিয়েছেন ইউরোপিয়ান ফুটবল কর্তৃপক্ষ।

দেশের সেবার সর্বোচ্চ স্থান সংসদ, এটি কখনই দলীয় স্বার্থে নয় : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): 'ভবন বদলেছে, অনুভূতিও বদলাতে হবে, ভাবনাও বদলাতে হবে। দেশের সেবার সর্বোচ্চ স্থান সংসদ। এই সংসদ দলীয় স্বার্থে নয়। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা কোনও দলের স্বার্থে নয়, দেশের স্বার্থে এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করেছিলেন।' মঙ্গলবার নতুন সংসদ ভবনে প্রবেশের পর এই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আজ আমরা যখন নতুন সংসদ ভবনে প্রবেশ করছি, যখন সংসদীয় গণতন্ত্রের ''গৃহপ্রবেশ'' ঘটছে, স্বাধীনতার প্রথম রশ্মির সাক্ষী এবং যা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এটি নতুন সংসদ ভবনের প্রথম ও ঐতিহাসিক অধিবেশন। আমি সমস্ত সাংসদ ও দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই সুযোগ অনেক দিক থেকে অভূতপূর্ব। এটি স্বাধীনতার স্বর্ণযুগের ভোর এবং ভারত অনেক কৃতিত্ব নিয়ে এগিয়ে চলেছে, নতুন সংকল্প গ্রহণ করছে এবং একটি নতুন ভবনে নিজস্ব ভবিষ্যত নির্ধারণ করছে।' প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, 'ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০র অসাধারণ সম্মেলন ছিল বিশ্বে কাঙ্ক্ষিত প্রভাবের ক্ষেত্রে অনন্য সাফল্য অর্জনের একটি সুযোগ।...আজ আমরা যখন নতুন করে সূচনা করছি, আমাদের অতীতের প্রতিটি তিক্ততা ভুলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের আচার-আচরণ, বক্তৃতা ও সংকল্পের মাধ্যমে আমরা এখান থেকে যাই করি না কেন তা যেন দেশ ও প্রতিটি নাগরিকের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। এই দায়িত্ব পালনে আমাদের সকলের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।'প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'নতুন সংসদ ভবনের জাঁকজমক প্রদর্শন করে আধুনিক ভারতের গৌরব! আমাদের শ্রমজীবী, প্রকৌশলী ও শ্রমিকদের নিষ্ঠা ও ঘামে এই নতুন ভবনটি নির্মিত হয়েছে। আমি আপনাদের সকলকে এই পরিশ্রমী মানুষদের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাতে অনুরোধ করছি, কারণ তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্মিত এই ভবনটি আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে।' মোদী আরও বলেছেন, 'গণতন্ত্রে রাজনীতি, নীতি ও ক্ষমতার ব্যবহার সমাজে কার্যকর পরিবর্তনের জন্য একটি বড় মাধ্যম। তাই, মহাকাশ হোক বা খেলাধুলা, স্টার্টআপ হোক বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী, সব ক্ষেত্রেই বিশ্ব ভারতীয় মহিলাদের শক্তি দেখছে।'

মানুষ হয়েও তাঁরা ছিলেন পাখি !

বিশ্বদীপ দে

সে এক অন্য কলকাতা। সময়ের হিসেবে শ দুয়েক বছরের বেশি হবে না। কিন্তু মনে হয় যেন কত দূরে আমরা ফেলে এসেছি সেই সময়। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার কথা বলতে বসলে অবধারিত ভাবে রেনেসাঁর কথা ওঠে। আরও কত কী! রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, রামকৃষ্ণ, সতীদাহ, বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গের তো শেষ নেই। কিন্তু এসবের সঙ্গেই আলোচনায় উঠে আসে বাবুবিলাস ও হুতোমের লেখায় ফুটে থাকা আজব শহরের আশ্চর্য সব চালচিত্র। যার মধ্যে রয়েছে এমন মানুষরাও, যারা পাখি হতে চাইত। হ্যাঁ, অমলকান্তি যেমন রোদ্দুর হতে চাইত, তেমনই 'মানুষ পাখি'রা দখল করে রেখেছিল বাগবাজার, বটতলা ও বউবাজার। আর এই পাখিদের রাজা ছিলেন রূপচাঁদ পক্ষী। বদলে যাওয়া শহর কি মনে রেখেছে সেদিনের পক্ষীরাজকে?

জন্মসূত্রে রূপচাঁদ ওড়িয়া। কিন্তু গাঁজাবিলাসের পাশাপাশি তিনি যে গান লিখেছেন তা বাংলা ভাষাতেই। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুদিন আগে লেখা এক প্রবন্ধ 'রূপচাঁদ পক্ষী'তে পাচ্ছি, 'কোনও হুজুগ উঠলেই তিনি তা নিয়ে গান রচনা করতেন। রেল, গঙ্গারপোল, বিধবা বিবাহ, কন্যাদায় প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গান রচনা করেছেন। বিশেষত বিদ্রুপাত্মক গান রচনায় তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার রচিত প্রায় সব গানে পক্ষী বা খগরাজ ভনিতা দেখা যায়।' তাঁর গানে ইংরেজি শব্দও মিশিয়ে দিতেন রূপচাঁদ। কেমন সে গান? একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'লেট মি গো ও দ্বারি/ আই ভিজিট টু বংশীধারী।/ এসেছি ব্রজ হতে, আমি ব্রজের ব্রজ নারী।।/ বেগ ইউ ডোরকিপার লেট মি গেট/ আই ওয়ান্ট সি ক্লক হেড,/ কার হুম আউয়ার রাধে ডেড,/ আমি তারে সার্চ করি।/ শ্রীমতী রাধার কেনা সারভেন্ট/ এই দেখ আচে দাসখত এগ্রিমেন্ট,/ এখনই করব প্রেজেন্ট, ব্রজপুরে লব ধরি।' এটি একটি দীর্ঘ গানের খণ্ডাংশ। প্রচ্ছন্ন দুরন্ত রসবোধ ও স্মার্ট শব্দচয়নে তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত ছিলেন বুঝে নিতে এটুকুই বোধহয় যথেষ্ট। পাঁচালি, আখড়াই, ঢপ, যাত্রা, কবিগান, গাজনের সঙ- সবেতেই তিনি দক্ষ। কিন্তু রূপচাঁদ পক্ষীকে নিয়ে কথা বলতে বসলে তাঁর সঙ্গীত প্রীতির কথাটুকু বললেই তো হল না। আমোদপ্রিয় ও রসিক পুরুষটির প্রেক্ষাপট আরও বড়।

কেমন দেখতে ছিলেন রূপচাঁদ? ফেরা যাক 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে? 'দীর্ঘ কঙ্কাল, হাঁটু পর্যন্ত মলিন ধুতি, পায়ে খড়ম, খালি গা, জীর্ণ উপবীত, অত্যুজ্জ্বল কোটরগত চক্ষু, মুখমণ্ডলের বাকি অংশ গাল, কপাল, চিবুক প্রভৃতি অজস্র বলিচিহ্নিত, চুল সাদা, খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফও সাদা; বয়স পঁয়ত্রিশও হতে পারে আবার পঁচাত্তর হতেও বাধা নেই।'

> সে এক অন্য কলকাতা। সময়ের হিসেবে শ 'দুয়েক বছরের বেশি হবে না। কিন্তু মনে হয় যেন কত দূরে আমরা ফেলে এসেছি সেই সময়। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার কথা বলতে বসলে অবধারিত ভাবে রেনেসাঁর কথা ওঠে। আরও কত কী!

কিন্তু তিনি পক্ষী হলেন কী করে? সেকথা বলতে বসলে পক্ষীর দলের ইতিবৃত্তটা একবার ছুঁয়ে আসা দরকার। 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্তর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পক্ষীর দলের শুরুয়াৎ কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই। আবার এমনও মনে করা হয়, তারও আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই এই পাখিরা কলকাতায় রাজত্ব শুরু করেছিল। তখন এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন রামনারায়ণ মিশ্র। যদিও এই দলের প্রতিষ্ঠাতা কে তা নিয়ে নানা মত রয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠাতা যিনিই হোন, মূলত বাগবাজার, পাশাপাশি বটতলা ও বউবাজারে আটচালায় দেখা মিলত এই গাঁজাখোর নেশাড়ুদের। তাঁরা নিজেদের বলতেন পক্ষী। ওই আটচালায় বসেই বুলি ঝাড়তেন। উড়তেন! সেসময় রূপচাঁদ জন্মানইনি। বা জন্মালেও একেবারেই কোলের শিশু। পরবর্তী সময়ে তিনিই হয়ে ওঠেন পক্ষী দলের অন্যতম মুখ। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙসমাজ' গ্রন্থে রয়েছে, সেই সময় কলকাতা শহরে গাঁজা খাওয়া দারুণ ভাবেই বেড়ে গিয়েছিল। তিনি লিখছেন, 'শহরের ভদ্র গৃহের নিষ্কর্মা সন্তানগণের অনেকে পক্ষীর দলের সভ্য হইয়াছিল। দলে ভর্তি হইবার সময়ে এক একজন এক একটি পক্ষীর নাম পাইচ এবং গাঁজাতে উন্নতিলাভ সহকারে উচ্চতর পক্ষীর শ্রেণিতে উন্নীত হইত।' ওই বইয়েই দাবি করা হয়েছে, বউবাজারের দলকেই মূলত পক্ষীর দল বলা হত। আর সেই দলেরই সেরা পাখি পটলডাঙার রূপচাঁদ।

তবে পাখি হওয়া কি মুখের কথা? কেউ পাখি হতে এলে পক্ষীরাজের কাছে পরীক্ষা দিতে হত। কিন্তু পক্ষীরাজ উপাধি মিলত কেমন করে? একাসনে বসে আট ছিলিম গাঁজা খেতে পেলে মিলত একটি করে ইঁট। সেই ইঁট জুড়ে জুড়ে গোটা বাড়ি বানাতে পারলে তবেই হওয়া যেত পক্ষীরাজ। যা একমাত্র রূপচাঁদই হতে পেরেছিলেন। অন্যজনের নাম তো আগেই বলা হয়েছে। বাগবাজারের নিতাই। তিনি হাফ পক্ষী। কেননা চারটি দেওয়াল বানিয়েই তিনি গত হন। রূপচাঁদ অবশ্য এমন নেশাড়ু হয়েও দীর্ঘ জীবনই পেয়েছিলেন। ১৮১৫ সালে তাঁর জন্ম। মৃত্যু ১৮৯০ সালে। তবে পাখিদের রমরমা কিন্তু কমে গিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে রূপচাঁদের মুখের সংলাপ রয়েছে, 'এখনকার বড়লোকের ছেলেরা আর এদিকে ঘেঁষতে চায় না, ফিরিঙ্গি বেটাদের দেখাদেখি সব মদ ধরছে। মদে কি আছে হ্যাঁ?'

হুতোমের নকশায় রয়েছে-'এখন আর পক্ষীর দল নাই পাখিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু একটা আদমরা বুড়ো গোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দল ভাঙা, টাকার খাঁকতিতে মন মরা হয়ে পরেচে। আড্ডাটি মিউনিসিপাল কমিসনরেরা উঠিয়ে দেছেন অ্যাখন কেবল তার রুইনমাত্র পড়ে আছে।' কত কিছুই এভাবে হারিয়ে গিয়েছে শহরের বুক থেকে। কিন্তু একবার কান পাততে পারলে আজও সেকেলে কলকাতার বুকে হইহই করে ওঠা পাখির দলের সন্ধান মিলবে। কেবল শোনার মতো মনটা চাই। কিছুই তো হারায় না আসলে। থেকে যায়। কেবল খুঁজে পেতে জানতে হয়।

ভেড়ির জল থেকে লবণ তৈরি করে শুরু সত্যাগ্রহ

তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছে। সূর্যের শেষ ছটা ভেড়ির জলে পড়ে ভেসে যাচ্ছে দূরে কোথাও। স্থানীয় লোকজন মাছ ধরার জাল গুটিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেওয়ার তোড়জোড় করছেন।

মহিষবাথান গ্রামে ভেড়ি সংলগ্ন বড় মাঠে বসানো রয়েছে বিশাল সব মাটির হাঁড়ি। হাঁড়িতে ভেড়িরই জল। ওই হাঁড়ির নীচে জ্বালানির মাধ্যমে জল ফোটানো হচ্ছে।

এই জল মিষ্টি নয়। নোনতা। নোনতা জল থেকেই গ্রামবাসীরা পাতন প্রক্রিয়ায় তৈরি করছেন নুন। কেমন করে তৈরি হচ্ছে লবণ? জলকে অনেক ক্ষণ ফোটানোর পর হাঁড়ির নীচে পড়ে থাকা কাদামাটির সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে লবণও। মাটিযুক্ত লবণ থেকে পাতন প্রক্রিয়ায় লবণ আলাদা করে ফেলা হচ্ছে। এর পর সেই লবণ পুঁটলি করে ছাইয়ের মধ্যে রাখলেই হয়ে যাচ্ছে ধবধবে সাদা নুন।

এই দৃশ্য প্রায় নয় দশকেরও বেশি আগের। তখন ১৯৩০ সাল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী ১২ মার্চ ৭৮ জন সত্যাগ্রহীকে নিয়ে শুরু করেছিলেন আইন অমান্য এবং লবণ সত্যাগ্রহ। মহাত্মা গান্ধী আমদাবাদের কাছে সাবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডি পদযাত্রা শুরু করেন। তার পর ২৪ দিনে ৩৯০ কিলোমিটার হেঁটে ডান্ডি গ্রামে এসে আরব সমুদ্রের জল থেকে করমুক্ত লবণ প্রস্তুত করেন। অনেক ভারতীয়ও তাঁর সঙ্গে ডান্ডিতে এসেছেন। ১৯৩০ সালের ৬ এপ্রিল ভোর সাড়ে ছ'টার সময় গান্ধীজি লবণ আইন ভেঙে প্রথম লবণ প্রস্তুত করলেন। সেই সঙ্গে তার লক্ষাধিক অনুগামীও লবণ আইন ভেঙে ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করলেন।

সারা দেশ জুড়ে গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহের ঝড় উঠল। তার ঝাপটা এসে পড়ল বাংলায়, মেদিনীপুরে কাঁথিতে। সেখানেও লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হল। কাঁথিতে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু কলকাতার উপকণ্ঠে মহিষবাথান ও তার আশপাশের গ্রামের মানুষরাও যে ভেড়ির লবণাক্ত জল থেকে লবণ তৈরি করে গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহে শামিল হয়েছিলেন, সে ঘটনা ইতিহাসে উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছেন সেই সব মানুষ, যাঁরা লবণ সত্যাগ্রহের সময় গান্ধীজির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মহিষবাথানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কালের নিয়মে মুছে যেতে বসেছে সেই আন্দোলনের স্মৃতিচিহ্নও।

মহিষবাথান, সল্টলেকের ভেড়ির জল নোনতা হল কী করে? মহিষবাথান এলাকায় সমুদ্র কোথায়? আজ থেকে একশো বছর বা তারও কয়েক বছর আগে তখনকার মহিষবাথান ও তার সংলগ্ন এলাকা ছিল এখনকার থেকে অনেকটাই আলাদা। সল্টলেক, নিউটাউন, রাজারহাট, মহিষবাথানের আজকের বহুতল আবাসনে বসে দূরে যে কয়েকটা ভেড়ি চোখে পড়ে, সেখানে তাকিয়ে আজ আন্দাজও করা যায় না যে, এই এলাকাই ছিল অধুনালুপ্ত বিদ্যাধরী নদী। একশো বছর আগেও কিছুটা বেঁচে ছিল বিদ্যাধরী। সুন্দরবনের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যাধরীর অববাহিকা প্লাবিত হয়ে তৈরি হয়েছিল ভেড়ি ও হ্রদ। আর বিদ্যাধরীর নোনতা জলে ভেড়ির জলের স্বাদও নোনতা হয়ে গিয়েছে।

১৯৩০ সালে মহিষবাথানে যখন লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, তখন সেটা ছিল ততালীন বারাসত সাবডিভিশন এবং রাজারহাট থানার অধীন। বর্তমানের সল্টলেক এবং রাজারহাট নিউটাউনের মধ্যবর্তী গ্রাম ছিল মহিষবাথান। বিদ্যাধরী নদীর অববাহিকার এই মহিষবাথান ও সংলগ্ন গ্রামের মানুষজন ভেড়িতে মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁরা মাছ চাষের মাধ্যমে বিপুল আর্থিক কর্মকাণ্ডও শুরু করেছিলেন। পাশাপাশি এই গ্রামের মানুষ জড়িয়ে পড়েছিলেন বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে, সামাজিক ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও।

এগুলির মধ্যে একটা ছিল গ্রামের ভেড়ির নোনা জল থেকে দেশীয় পদ্ধতিতে লবণ তৈরি করে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে শামিল হওয়া। আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মহিষবাথানের প্রামাণিক বাড়ির মেজো ছেলে, জমিদার লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক। পাতন প্রক্রিয়ায় লবণ তৈরি করে লবণ সত্যাগ্রহে শামিল হয়েছিলেন যে অসংখ্য গ্রামবাসী, তার অনেকটা কৃতিত্ব লক্ষ্মীকান্তের। মহিষবাথানে তাঁদের বিশাল ইমারতের নাম ছিল "লাল বাড়ি"। যা এখনও রয়েছে সেখানেই।

খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছে গেলাম নিউটাউনের আধুনিক শহরচিত্রের মধ্যে বেমানান বিশাল লাল অট্টালিকার সামনে। সামনে দিয়ে চলে গেছে নিউটাউন রোড। বাড়ির ঠিক সামনে বিশাল পুকুরে লাল বাড়ির প্রতিবিম্ব। চার দিকে বহুতল আর আইটি-র অফিসের মাঝে ওই বড় লাল বাড়িটা যেন এক টুকরো ইতিহাস, অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য।

লোহার গেট দিয়ে ঢুকলে সামনে বড় মাঠ আর এক দিকে টানা এল আকৃতির বাড়ি। বাড়ির কাছে গেলে আর পাঁচটা পুরনো জমিদারবাড়ির মতোই অযত্নের ছাপ চোখে পড়ে। বিশাল বাড়ির বিভিন্ন অংশ ভেঙে পড়েছে। কিন্তু কোথায় গেলেন এখনকার শরিকরা? লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের বংশধররাই বা কোথায়? ইতিউতি কয়েকটা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। বারান্দায় রাখা লম্বা টানা বসার জায়গায় দু'-একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। বাড়ির ভাঙা অংশের এক দিকে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু উঁকি মেরে দেখা গেল কেউ নেই। এমন সময় বারান্দার পিছন থেকে দু'জন মধ্যবয়স্ক পুরুষের এক জন বলে উঠলেন, "কাউকে খুঁজছেন?" পরিচয় দিতেই বারান্দার একটা ঘর খুলে চেয়ারে বসতে বলে জানালেন, তাঁর নাম জয়ন্ত প্রামাণিক। তিনি লক্ষ্মীকান্তবাবুর নাতি। একটা ঘরের তালা খুলে বসতে দিয়ে জয়ন্তবাবু বলেন, "আমার দাদু লক্ষ্মীকান্তরা ছিলেন চার ভাই। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বেশি নাম শোনা যায় শুধু আমার দাদুর। কিন্তু লক্ষ্মীকান্তর চার ভাই-ই লবণ সত্যাগ্রহর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আসলে লক্ষ্মীকান্ত মহিষবাথানের কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছিলেন বলেই বোধহয় ওঁর নামটা বেশি প্রচার পায়।"

আলমারিতে রাখা বংশতালিকা খুলে দেখান জয়ন্ত। তার পর বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখালেন। বাইরের বারান্দা পেরিয়ে ওই লাল বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই যেন আবহ পাল্টে যায়। লম্বা বারান্দার ভিতরে ঢুকলেই দেখা যায় ঘরের বেশ কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে। জানলা, বারান্দা আর ছাদে ফাটল। একটা ভাঙা ঘরের সামনে এসে জয়ন্ত বলেন, "এটাই ছিল আমাদের ঠাকুরঘর।" পুরো বাড়িতেই বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন তাঁদের পরিবারের শরিকরা। কিন্তু এত বড় বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ সহজ কাজ নয়।

ঘুরতে ঘুরতে তাঁদের বংশের উজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা বলছিলেন প্রৌঢ় জয়ন্ত। ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন আড়াই একর জমির উপর পুকুর ও মাঠ নিয়ে বিশাল এলাকা। জয়ন্ত বলেন, "এক সময় এই বাড়ির জমিদার ও তাঁদের বাড়ির প্রায় সবাই এই শহরে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। দাদুর ডাকে গ্রামের প্রচুর মানুষ ব্রিটিশদের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে লবণ তৈরি করতে শুরু করেন। গান্ধীর ভাবধারায় যে বাড়ির মানুষজন উজ্জীবিত হয়ে গোটা গ্রামকে জাগিয়ে তুলেছিল, সেই বাড়ি এখন বিস্মৃত উপেক্ষিত। এখন নিয়মিত প্রোমোটাররা আসেন বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট তোলার জন্য। এখনও ফেরাচ্ছি সবাইকে। কিন্তু কত দিন পারব, জানি না।"

জয়ন্তবাবু বিস্তারিত ভাবে তাঁদের পরিবারের লবণ সত্যাগ্রহের কথা জানেন। বলেন, "আমার পূর্বপুরুষদের কাছে গল্প শুনেছি, তা ছাড়া কিছু পারিবারিক লেখা ও চিঠি ছিল। সে সব পড়েই জানতে পেরেছি মহিষবাথান গ্রামের লবণ সত্যাগ্রহের কথা।" আমাদের সঙ্গে ছিলেন সল্টলেক দমদমের ইতিহাসের দুই গবেষক, মৌমিতা সাহা এবং শ্যামল ঘোষ। মহিষবাথানের লাল বাড়ি এবং লবণ সত্যাগ্রহ নিয়ে তাঁরা জানান, এই প্রামাণিক পরিবারের লক্ষ্মীকান্তের এক বংশধর ভূপেশচন্দ্র প্রামাণিক তাঁর বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই বই পড়ে অনেক কথা জানা যায়।ন মৌমিতা এবং শ্যামলের থেকে জানা যায়, গান্ধীবাদী প্রামাণিক পরিবার কংগ্রেস জাতীয়বাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রথম থেকে। তখনকার এই লবণহ্রদ ও ভেড়ি সংলগ্ন এলাকার গ্রামগুলো মূল কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। বসবাস ছিল মহিষবাথান এলাকা এবং আজকের দত্তাবাদে। মহিষবাথানের জঙ্গল কেটে এখানে বসবাস শুরু করে প্রামাণিক পরিবার। ধীরে ধীরে তারা জমিদার হয়ে ওঠে। প্রামাণিক পরিবারের লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক ততালীন কংগ্রেস রাজনীতির মূল স্রোতে মিশে গিয়েছিলেন।

জমিদার লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক আর পাঁচ জন জমিদারের মতো ছিলেন না। স্বাধীনতা আন্দোলন ছাড়াও অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধেও রুখে দাড়িয়েছিলেন। চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি মেজো ছিলেন বলে, তাঁকে সকলে মেজোবাবু বলেও ডাকতেন। ১৯২১ সালে লক্ষ্মীকান্ত জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তবে শুধু কলকাতার রাজনীতি-সচেতন মানুষদের সঙ্গে মেলামেশাই নয়, তাঁর মন পড়ে থাকত তাঁর গ্রাম, ভেড়ি আর মহিষবাথানের মানুষগুলোর জন্য। তিনি ভাবতেন, তাঁর গ্রামের মানুষদের কী ভাবে এই স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত করা যায়, কী ভাবে গান্ধীর ভাবধারায় তাঁদের প্রভাবিত করা যায়, কী ভাবে তাঁদের কুসংস্কারমুক্ত করা যায়, কী ভাবে গ্রামের মহিলাদেরও আন্দোলনে শামিল করা যায়।

তিনি ছিলেন মহিষবাথান এলাকার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। গান্ধীর ভাবধারা প্রচার করার জন্য গ্রামে ছোট ছোট কমিটি তৈরি করেন। তবে লক্ষ্মীকান্ত বুঝেছিলেন, গান্ধীর ভাবধারায় তিনি একা গ্রামবাসীদের প্রভাবিত করতে পারবেন না। তিনি সেই ছোট ছোট কমিটির মাথা করে দেন গ্রামের কিছু প্রভাবশালী মানুষকে, যাঁদের তখন মোড়ল বলা হত। গ্রামের মোড়লরাও ফেলতে পারতেন না লক্ষ্মীকান্তের কথা। কারণ তিনি জমিদার হলেও সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যেই থাকতেন, গ্রামের মানুষদের সুখদুঃখে অংশ নিতেন, তাঁকে সহজে মনের কথা বলা যেত। তাঁর নির্দেশ কেউ উপেক্ষা করতে পারতেন না।

লবণ সত্যগ্রহের আগে ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তখন থেকেই এই লবণহ্রদের গ্রামগুলোয় শুরু হয়েছিল গান্ধীবাদী আন্দোলন। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভিত তৈরি হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই। এই আন্দোলনের ভিত তৈরি করতে লক্ষ্মীকান্ত তৈরি করেছিলেন একটি বাচ্চাদের স্কুল। স্কুলের নাম ছিল "জাতীয় পাঠশালা"। ১৯২০ সাল নাগাদ মহিষবাথানের বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য তৈরি হয়েছিল জাতীয় পাঠশালা। সকালে ছোটদের পড়াশোনা হত, তার পর স্কুলেই সূত্রপাত হল অসহযোগ আন্দোলনের। স্বদেশি বস্ত্র তৈরি করতে এই পাঠশালায় ঘর ও উঠোনে শুরু হয়েছিল চরকায় সুতো কাটার কর্মযজ্ঞ। এই স্কুলেই গ্রামের মেয়েদের চরকা কাটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়। পরে লবণ সত্যাগ্রহের সময় যে বড় বড় হাঁড়িতে লবণ তৈরি হত, সেই লবণও তৈরি হত এই স্কুল চত্বরের মাঠে। মৌমিতা ও শ্যামল জানান, লাল বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয় সেই জাতীয় পাঠশালা। এখন সেটা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুল। ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে দশটা। মনে হল, যাওয়া যাক সেই জাতীয় পাঠশালায়।

দূরত্ব বেশি নয়, তবে লাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা টোটো চেপেই রওনা দিলাম সেই স্কুলের পথে। স্কুলের পথে যেতে যেতে মনে হল, আজকের আধুনিক নিউটাউন, মহিষবাথানের মধ্যে যে আর একটা মহিষবাথান-নিউটাউন লুকিয়ে আছে, তা তো আগে জানতাম না! মহিষবাথান জাতীয় বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের পাশেই রয়েছে সেই সময়ের স্কুলবাড়িটিও। পুরনো ওই স্কুলবাড়ি তখনকার দিনের লাল ইট দিয়ে তৈরি। বিভিন্ন জায়গায় খসে পড়েছে পলস্তারা। তবু তার মধ্যেই দেখা যায় স্কুলের জীর্ণ দেওয়ালে লেখা রয়েছে কয়েকটা লাইন। স্কুলের পিছন দিকে দেওয়ালের গায়ে লেখা আছে, "স্বরাজ বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষা আত্মশাসন"। তার পরে পর পর লেখা "বিলাসিতা ত্যাগ করো, স্বদেশি ব্রত গ্রহণ করো"। "দেশের স্বার্থে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দাও"। "পশুর ন্যায় নিজের শরীরটি লইয়া ব্যস্ত থাকিও না"। "শারীরক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকশক্তি সঞ্চয় কর এবং তাহা দেশের কার্যে নিয়োজিত করো"। সিমেন্টে খোদাই করা লেখাগুলো এতটাই মলিন যে সহজে পড়া যায় না। স্কুলশিক্ষকেরা জানালেন, নতুন ভবনের সঙ্গে পুরনো ভবনেও পড়াশোনা হয়। এখানে বসেই মিড-ডে মিল খায় খুদে পড়ুয়ারা। আমফানের ঝাপটায় পুরনো স্কুলবাড়ি আরও বেশি বিবর্ণ হয়ে গেছে।

স্কুল ঘরে ঢুকে দেখা গেল, স্কুলের হলঘরের বড় বড় জানলা অনেকটা নিচু। আমাদের আসার কথা জেনে স্কুলে চলে এসেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক, নীহার মণ্ডল। জানালেন, তিনি শুনেছেন এক সঙ্গে অনেক মানুষ ঘরে বসে চরকা কাটতেন। সেই সময় হলঘরে হাওয়া-বাতাস এবং আলো যাতে বেশি করে ঢোকে, তাই এই নিচু জানলা তৈরি করা হয়েছিল। গান্ধীর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামের মেয়েরাও চরকা কাটতে বসে পড়েছিলেন এই স্কুলঘরে। লবণ সত্যাগ্রহের সময় পুলিশ হানা দিত মাঠে। তাদের বুট ও লাঠির আঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেত মাটির হাঁড়ি। ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত আন্দোলন। লবণ তৈরি করতেও গ্রামের মেয়েদের শামিল করতে পেরেছিলেন লক্ষ্মীকান্ত।

স্কুলভবনে বসেই শোনা গেল স্কুলকে কেন্দ্র করে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে স্থানীয় মানুষদের অংশগ্রহণের ঘটনা। লক্ষ্মীকান্তের উদ্যোগে মহিষবাথান গ্রামে অসহযোগ আন্দোলন তো চলছিলই। ১৯৩০ সাল নাগাদ শুরু হল লবণ সত্যাগ্রহ। এই আন্দোলনে যোগ দিতে গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধ করলেন লক্ষ্মীকান্ত। এখানে বলতে হবে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তর কথা। মহাত্মা গান্ধী যখন দেশ জুড়ে আইন অমান্য ও লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন করছেন, তখন অবিভক্ত বাংলায় তৈরি হল "বেঙ্গল কাউন্সিল অব সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স"। ওই অফিসে বসেই লবণ সত্যাগ্রহের রূপরেখা তৈরি হয়। এই কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর হেড কেমিস্ট, গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি ছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর প্রাণপুরুষ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয়পাত্র। কংগ্রেস নেতা সতীশের সঙ্গে গান্ধীর মোলাকাত হওয়ার পরে গান্ধীর ভাবধারায় তিনি এতটাই উদ্বুদ্ধ হন যে, বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর চাকরি ছেড়ে দেন। সতীশচন্দ্র সোদপুরে সাবরমতী আশ্রমের অনুকরণে গান্ধী আশ্রম তৈরি করেন।

১৯৩০ সালে গান্ধী যখন লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন, তখন সতীশচন্দ্রও ভাবলেন এই বাংলায়, কলকাতায় কি লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করা যায় না! কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন লবণাক্ত জল। কলকাতায় লবণ সত্যাগ্রহের প্রধান কার্যালয় হলেও, এখানে তো লবণাক্ত জল পাওয়া যাবে না। খোঁজ শুরু হল কলকাতার কাছাকাছি লবণাক্ত জলের।

মহিষবাথান এলাকার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট লক্ষ্মীকান্ত তখন সতীশের অনুগামী। তাঁর নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত ছিল। সতীশচন্দ্র লক্ষ্মীকান্তকে বললেন, "লবণ সত্যাগ্রহ করছেন গান্ধীজি। দেশ জুড়ে এত বড় আন্দোলন হচ্ছে। আমরা তাতে শামিল হতে পারব না? এখানে কি কিছুই হবে না, লক্ষ্মীকান্ত?" কলকাতা থেকে ফেরার সময় সতীশের কথাটা অনেক ক্ষণ ধরে ভাবছিলেন লক্ষ্মীকান্ত। ভেড়ির ধার দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হঠাতবড় বড় ভেড়ির দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হল, এই ভেড়ির জলই তো নোনতা! তা হলে গুজরাতের ডান্ডিতে যদি লবণ তৈরি করে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করতে পারেন গান্ধীজি, তা হলে এখানেই বা তাঁরা পারবেন না কেন?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের ফরিদপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আস্থার জায়গায় রয়েছি: ড় যশোদা জীবন দেবনাথ

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৯।। ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ ক্লাবের সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপকমিটির সদস্য এবং ফরিদপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ড় যশোদা জীবন দেবনাথ সিআইপি বলেন, আমি বাংলাদেশের ফরিদপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আস্থার জায়গায় রয়েছি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ফরিদপুরে প্রায় ১৮ শতাংশ সনাতন ধর্মাবলম্বী বসবাস করে। জামায়ত-বিএনপির সময় ফরিদপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা কঠিন সময় পার করেছে। আমি দুর্দিনে পাশে থেকে সবরকম সহযোগিতা করে তাদের ভালোবাসা অর্জন করতে পেরেছি বলেই তারা তাদের আস্থার জায়গায় আমাকে স্থান দিয়েছে। এই বিষয়টি চিন্তা করে ফরিদপুরে নিট এন্ড ক্লিন ইমেজের মানুষ হিসেবে আমি ইতিমধ্যে বিবেচিত হয়েছি। ফলে আমাদের মানবতার নেত্রী বাংলাদেশের সফল প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা আমাকে যোগ্য মনে করে যদি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দেন তাহলে আমি শতভাগ সফল হব।

মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে বাংলাদেশের কয়েকজন সিনিয়র গনমাধ্যম কর্মীদের সাথে একান্ত আলাপকালে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। দীর্ঘ আলাপচারিতায় তার রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের বিভিন্ন সফলতার দিক উঠে আসে। ড় যশোদা জীবন দেবনাথ সিআইপি বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে অভুতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। চলমান এ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনা সরকারের কোনো বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, গত ১৪ বছরে বাংলাদেশের যোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক উন্নয়ন হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক ও রেলযোগাযোগ স্থাপনের জন্য পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু, তিস্তা সেতু, পায়রা সেতু, দ্বিতীয় কাঁচপুর সেতু, দ্বিতীয় মেঘনা, দ্বিতীয় গোমতী সেতুসহ শত শত সেতু, সড়ক, মহাসড়ক নির্মাণ, পুননির্মান করেছে সরকার। ড় যশোদা জীবন দেবনাথ বলেন, এক পদ্মা সেতু বাংলাদেশের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলাকে সড়ক পথে ঢাকা এবং অন্যান্য জেলার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত করেছে। ঢাকা থেকে ফরিদপুর যেতে সময় লাগত ৪/৫ ঘণ্টা, এখন লাগে মাত্র ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। তাই আমি মনে করি,এই জায়গায় শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার প্রয়োজন রয়েছে। এর ফলে অনেক ফরিদপুরবাসীর কর্মসংস্থান তৈরি হবে। যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

ড় যশোদা জীবন দেবনাথ সিআইপি বাবা-মায়ের কোল আলো করে ২৭ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর জেলার ধোপাডাঙ্গা চাঁদপুরের অজপাড়াগাঁয়ে এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দুই মেয়ের পরে প্রথম পুত্র সন্তান, তাই বাবা-মা তাকে আদর করে 'জীবন' বলে ডাকতেন। তার বাবার নাম প্রয়াত গোপাল চন্দ্র, তার মায়ের নাম শোভা রানী দেবনাথ, তার স্ত্রীর নাম সোমা দেবনাথ। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক।

বাবা-মা ও তার পাঁচ ভাই-বোনের সংসার, যেখানে অভাব ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। অভাবের সংসার, তাই অন্যের দোকানে কর্মচারী, লজিং মাস্টার থেকে এবং টিউশনির পাশাপাশি নিজের পড়াশোনা এইচএসসি এবং গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তার লেখাপড়ার সমাপ্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, ইউএসএ থেকে ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্স-এর উপরে ডক্টরেট ডিগ্রি এবং এন্ডাসগেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউরোপিয়ান প্রফেশনাল ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করার মাধ্যমে। ৬ বছর বাংলাদেশের স্বনামধন্য দুটি আইটি কোম্পানিতে চাকরি করার পর তিনি নিজেই ২০০১ সালে আইটি ব্যবসা শুরু করেন টেকনোমিডিয়া লিমিটেড নামে আমেরিকা বেজডএকটি এটিএম কোম্পানি এনসিয়ার করপোরেশনের সঙ্গে।

ড় যশোদা জীবন দেবনাথ জীবনে অনেক বই লিখেছেন। এই লেখালেখির কাজ তিনি প্রতিনিয়তই অব্যাহত রেখেছেন। তার বইয়ের তালিকায় রয়েছে-মহানায়কের ইতিকথা, জননেত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, উন্নয়ন, জীবন থেকে নেওয়া,পূর্ব পাকিস্তানের ভারতে গোপন নৌযুদ্ধের অপ্রকাশিত গল্প ১৯৭১ অপারেশন, জীবনপ্রদীপ জেন্বলে, ফরিদপুরের মুক্তিযুদ্ধ ও একটি তর্জনীর আত্মকথা। রাজনৈতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনি বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ফরিদপুর জেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপকমিটির সদস্য।

ড় যশোদা জীবন দেবনাথ কর্মদক্ষতা ও অর্থনীতিতে অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার থেকে অনেক স্বীকৃতি লাভ করেন। যেমন-২০২২ সালে বঙ্গবন্ধু শিল্প পুরস্কারে ভূষিত হন, শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০২১ সালে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) পুরস্কার লাভ করেন, ২০২১ সালে জাতীয় উৎপাদনশীলতা এবং গুণমানের শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কারের জন্য ভূষিত হয়েছেন, ২০১৪ সালে এনসিআর করপোরেশন থেকে ডিস্টিংশনের জন্য পার্টনার অ্যাওয়ার্ডের জন্য ভূষিত হন, ২০১১ সালে এনসিআর করপোরেশন থেকে সার্কেল অব ডিস্টিংশনের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন, ২০১০ সালে এনসিআর করপোরেশন থেকে মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকা (এমইএ) অঞ্চলে এনসিআই এটিএম-এর জন্য ২য় বৃহত্তম পরিবেশক হিসাবে পুরস্কৃত হয়।

ড় যশোদা জীবন দেবনাথ সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। তিনি ২০২২ সাল থেকে বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য। ২০২০ সাল থেকে ফরিদপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ২০১৬ সাল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত ধোপাডাঙ্গা এমএল উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। এছাড়াও তিনি ২০১৬ সালে দেবনাথ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জমি দান করেন। ২০১৩ সাল থেকে তিনি সুদর্শন ইন্টারন্যাশনাল কিন্ডারগার্টেনে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। সেই সঙ্গে তিনি ভারত বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ ক্লাবের সহ-সভাপতি, ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেডের পরিচালক, বনানী ক্লাব লিমিটেডের সদস্য, সদস্য অল কমিউনিটি ক্লাব লিমিটেড, সদস্য ফরিদপুর ডায়াবেটিক সমিতি, সদস্য ফরিদপুর ফাউন্ডেশন, সদস্য ফরিদপুর শিশু হাসপাতাল, সদস্য ফরিদপুর হার্ট ফাউন্ডেশনসহ নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে মানুষের কল্যানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আগামী তিন দিন টানা বৃষ্টিতে ভিজবে রাজ্য

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। আগামী কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গ টানা বৃষ্টিতে ভিজতে চলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার হাওয়া অফিস জানিয়েছে, নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত। পাশাপাশি রাঁচী থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখাও বিস্তৃত রয়েছে। যা দক্ষিণবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে। আর এই নিম্নচাপ এবং নিম্নচাপ অক্ষরেখার যুগলবন্দিতে আবহায়ার এই চরিত্র।

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। শুক্রবার বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি শুরু হতে পারে বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে বিভিন্ন এলাকায়। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণে ভিজতে পারে উত্তরবঙ্গও। উত্তরবঙ্গের কালিম্পং এবং শিলিগুড়িতে বৃহস্পতিবার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস।

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরে যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছিল, তা মঙ্গলবার নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। ওডিশা এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের কাছে অবস্থান করছে নিম্নচাপ। আবহবিদরা জানিয়েছেন, একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রাঁচী থেকে দক্ষিণবঙ্গের উপর দিয়ে বঙ্গোসাগর পর্যন্ত গিয়েছে। এই দুইয়ের প্রভাবে আগামী তিন দিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত চলবে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা।

সবে নিম্নচাপের ধাক্কা সামলে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। টানা কয়েক দিন যখন তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির পর একটু হলেও ধরেছে আকাশ। কিন্তু আবহাওয়া দফতর জানিয়ে দিল, এখনই স্বস্তির কোনও অবকাশ নেই। মঙ্গলবার থেকেই ভারী বৃষ্টি শুরু হতে পারে রাজ্যের কয়েকটি জেলায়।

বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে পাথারকান্দিতে মৃত এক

পাথারকান্দি (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : স্বগৃহে বিদ্যুৎ লাইনের সংস্পর্শে এসে বেঘোরে প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। মৃতের নাম গোবিন্দ সিনহা। বাড়ি পাথারকান্দি থানাধীন বিলবাড়ি গ্রামে।

জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার সকালে গোবিন্দ সিনহা নিজের ঘরে বিদ্যুতের বোর্ডে সুইচ দিতে গেলে ঘটে বিপত্তি। বিদ্যুতের শর্টসার্কিট হয়ে গেলে তিনি তড়িদাহত হয়ে মাটিতে লুটে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তাঁকে তড়িঘড়ি পাথারকান্দি সামূহিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক গোবিন্দবাবুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মর্মান্তিক এই খবর শুনে হাসপাতালে ছুটে যান বিজেপির বিভিন্ন পদমর্যাদার কার্যকর্তা। ঘটনার খবর পেয়ে পাথারকান্দি থানা থেকে পুলিশ গিয়ে গোবিন্দ সিনহার মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। গোবিন্দবাবু স্ত্রী, এক পুত্র ও কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ফের দেহরাদূনে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি

দেহরাদূন, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আবারও ৫ দিনের হলুদ সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের। ফের দেহরাদূনে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেহরাদূন সহ উত্তরাখণ্ড জেলায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

আবহাওয়া দফতর যে সতর্কতা জারি করেছে সেই পূর্বাভাস অনুযায়ী জানা গিয়েছে, উধম সিং নগর এবং হরিদ্বার ছাড়া সমগ্র উত্তরাখণ্ড রাজ্যে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের পরিচালক ডঃ বিক্রম সিং

অনেক ঐতিহ্য জড়িয়ে ভূপালপুর রাজবাড়ির পুজোর সঙ্গে

উত্তর দিনাজপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। মুঘল সম্রাট শেরশাহের আমল থেকে এ পরিবারে বন্দিত মা দুর্গা। পারিবারিক ইতিহাস অনন্ত দাবি করে তেমনটাই। যুগের পর যুগ পেরিয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে কত নিয়মের। কিন্তু এত বছরের পুরনো ভূপালপুর রাজবাড়ির পুজো ঘিরে স্থানীয় মানুষের উন্মাদনে ফিকে হয়নি এখনও।

মহালয়ার দিন থেকে রাজবাড়ির পুজোকে কেন্দ্র করে যাত্রাপালা, থিয়েটার, সার্কাসের আসর বসত। পুজোর কয়েকটা দিন এলাকার সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষের ভোজনের ব্যাবস্থাও থাকত।

প্রতিবারের মতো এবারেও একচালার ডাকের সাজের প্রতিমা দিয়ে জমিদারি প্রথা অনুসারে দুর্গা পুজো করতে চলেছেন রাজা ভূপাল চন্দ্র রায় চৌধুরীর বংশধরেরা।

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের দুর্গাপুরে ভূপালপুর জমিদার বাড়ি এলাকার মানুষদের কাছে রাজবাড়ির পুজো।

কথিত আছে, শেরশাহের আমল থেকেই এই বংশের দুর্গাপুজার প্রচলন হয়েছিল। পরবর্তীতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, ভূপাল চন্দ্র রায় চৌধুরী রাজ পরিবারের বংশধরের হাত ধরে এখানে দেবী পূজিতা হন। ইতিহাসের পথ বেয়ে আজও দুর্গাপুর রাজবাড়িতে পুজো করে আসছেন তাঁদের বংশধরেরা। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা পুজোর পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে রাজবাড়ির পুজোয়। আগে মহালয়ার দিন থেকেই দুর্গার আরাধনায় মেতে উঠতেন রাজ পরিবারের সদস্যরা এবং এই অঞ্চলের বাসিন্দারা। জোড়া মহিষ ও পাঁঠা বলির মাধ্যমে আগে দেবীর বোধন হত মহালয়াতেই। এখন মহাষষ্ঠীতেই দেবীর বোধন হয়। পাশাপাশি বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলি প্রথা।

পরিবারের সদস্যরা জানালেন, এ বাড়ির পুজোর নিয়ম নিষ্ঠা রয়ে গিয়েছে আগের মতোই। এখানে অসুরের গায়ের রঙ হয় ঘন সবুজ আর দেবী দুর্গার মাথার উপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অধিষ্ঠান। রাজ পরিবারের বর্তমান বংশধর অভিষেক রায় চৌধুরী বলেন, ''আমাদের আদি বাড়ি ছিল ইটাহারের চূড়ামন এলাকায়। সেখানেই দেবী দুর্গার আরাধনা হত। মহানন্দা নদীর করাল গ্রাসে রাজবাড়ি ও রাজ্যপাট চলে যায় নদীগর্ভে। তারপর সেখান থেকে চলে এসে দুর্গাপুরে নির্মিত হয় রাজপ্রাসাদ ও দেবী দুর্গার মন্দির।''

নবমীর পুজোয় ভূপালপুর রাজবাড়ির বিশেষত্ব হল, এদিন পুজোর ভোগ ও ফল ফলাদি পুজোর পর ঠাকুর দালানের উঁচু জায়গায় বেঁধে রাখা হয়। এরপর গ্রামের বাসিন্দা ও পরিবারের লোকেরা যে যেভাবে যতটা ফল পেড়ে নিতে পারে, সে সেটা পেয়ে যায়।

আগে পুজোর অনেক আগে থেকেই আমোদ প্রমোদে মেতে উঠতেন সকলেই। কালের পরিবর্তনে সেসব এখন ইতিহাস। তবে রাজবাড়ির দুর্গাপুজো নিয়ে এখনও এলাকার মানুষের মধ্যে একটা আলাদা উন্মাদনা থাকে।

ভূপালপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো নিয়ে এলাকার মানুষের প্রতিবছরই ব্যাপক উন্মাদনা থাকে। এবারও তার অন্যথা হবে না।

বাংলাদেশের ফরিদপুরের তাম্বুলখানা বাজার মন্দিরে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর

ফরিদপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। ফরিদপুর সদর উপজেলার কৈজুরী ইউনিয়নের তাম্বুলখানা বাজার সার্বজনীন কালী ও দুর্গা মন্দিরের নির্মীয়মাণ দুর্গা প্রতিমা সোমবার রাতে ভাংচুর করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দায়ীদের গ্রেফতার দাবি করেছেন তাঁরা।

সংগঠনের সভাপতিত্রয় ঊষাতন তালুকদার, অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক ও নির্মল রোজারিও এবং সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রাণা দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রতি বছর শারদীয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতিকালে সারা দেশ জুড়ে ধারাবাহিকভাবে প্রতিমা ভাঙ্গার ঘটনা ঘটেই চলেছে। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনার কোনও বিচার এ যাবৎকালে না হওয়ার ফলে এ ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ফরিদপুরের ওই একই মন্দিরে ২০২১ সালেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ওই সময়ও দুর্গাপূজার প্রস্তুতিকালে ওই মন্দিরে নির্মীয়মাণ দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর করা হয়। সে সময় দিদার নামে এক দুষ্কৃতিকারীকে হাতেনাতে ধরে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। কিন্তু ওই দিদারকে মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে দাবি করে ১৫ দিনের মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে সময় যদি ঐ দুষ্কৃতিকারীর যথাযথ শাস্তির সম্মুখীন করা হতো তাহলে আজকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো না।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রতিমা ভাংচুরের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে তারা জানান।

মঙ্গলবার দুপুরে তাম্বুলখানা বাজার সার্বজনীন কালী ও দুর্গা মন্দিরে প্রতিমা ভাংচুরের স্থান পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ফরিদপুর জেলা নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক ভবতোষ বসু রায়, ফরিদপুর পৌর শাখার সভাপতি সুমন দে বাবু ও সাধারণ সম্পাদক অপু সাহার নেতৃত্বে সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থলে যান। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন মন্দির কমিটির সভাপতি প্রফুল্ল সরকার ও সাধারণ সম্পাদক ভবেশ চন্দ্র দাস। নেতৃবৃন্দ সেখানে পুলিশ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সাথে কথা বলেন।

কসবার স্কুলে ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর তদন্তে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। কসবার স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যুতে কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। গোটা ঘটনার তদন্তে নজরদারি করবেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার, এমনই নির্দেশ দিয়েছেন হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

পাশাপাশি বিচারপতির আরও নির্দেশ, সিসিটিভি ফুটেজ, হার্ড ডিস্ক সমস্ত বাজেয়াপ্ত করতে হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেশ করতে হবে মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ অক্টোবর।

সোমবার কসবার স্কুলছাত্রের মৃত্যুতে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল পরিবার। মঙ্গলবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। পরিবারের আবেদন শুনে তিনি নির্দেশ দেন, অবিলম্বে পরিবারের হাতে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট তুলে দিতে হবে। এসএসকেএমের চিকিৎসকদের নিয়ে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করার নির্দেশও দেন তিনি। ওই বোর্ডের কাছেই মৃত ছাত্রের প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জমা দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের সদস্যরা রিপোর্ট খতিয়ে দেখে মতামত জানাবে।

গত ৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে কসবার 'সিলভার পয়েন্ট' নামে বেসরকারি স্কুলের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয় দশম শ্রেণির পড়ুয়া শেখ শানের। অভিযোগ, প্রজেক্ট জমা দিতে না পারায় ওই ছাত্রকে মানসিকভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছিল স্কুলের তরফে। টিসি দেওয়ার হুমকিও নাকি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এরপরই ৫ তলার ছাদ থেকে আছড়ে পড়ে পড়ুয়ার দেহ। অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে, ছেলেটির বায়োলজি প্রজেক্ট বাতিল করে দিয়েছিলেন শিক্ষিকা। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, প্রজেক্ট নিয়ে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিল মৃত ছাত্র।

তাকে ওই শিক্ষিকা বলেন, এর জন্য শাস্তি পেতে হবে। এরপরই এই ঘটনা। স্কুলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়। এবার সেই মামলায় উচ্চ আদালত পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের নজরদারিতে তদন্তের নির্দেশ দিল।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় শুরু হতে চলেছে জু ফেস্টিভ্যাল

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। শুরু হতে চলেছে জু ফেস্টিভ্যাল। একাধিক আকর্ষণীয় ইভেন্ট থাকতে চলেছে নাগরিকদের জন্য। স্কুলের পড়ুয়ারা এই ইভেন্টের একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

পশু পাখির প্রতি আমাদের স্নেহ, যত্ন এবং পরিচর্যার সচেতনতা বৃদ্ধি করতেই এই জু ফেস্টভ্যাল এর আয়োজন করা হয় থাকে। পশু পাখিদের নিয়ে বিভিন্ন থিমের উপর এই অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পোস্টার মেকিং, কুইজের আয়োজন করা হয় থাকে।

জু ফেস্টিভ্যাল চলবে আগামী ২১ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। কুইজ, আঁকা ছাড়াও ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা, গো এজ ইউ লাইক প্রতিযোগিতা, স্লোগান রাইটিং সহ আরও একগুচ্ছ ইভেন্টের আয়োজন করা হবে।

স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পোস্টার মেকিং, কুইজে অংশ নিতে পারবেন। ১৮৭৫ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর আলিপুর চিড়িয়াখানা চালু করা হয়। ২৪ তারিখ একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হচ্ছে চিড়িয়াখানায়। বিভিন্ন পদাধিকারীদের ওইদিন পুরস্কৃত করা হবে।চিড়িয়াখানার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পার্থ দেবনাথ বলেন, """" বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করার একটা বার্তা থাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে। সেই কারণে অঙ্কন প্রতিযোগিতা থেকে ফটোগ্রাফি সব ক্ষেত্রেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত থিম রাখা হয়েছে।"""" কলকাতা আলিপুর চিড়িয়াখানার ওয়েবসাইট থেকে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

রাজ্যসভার ভাইস চেয়ারম্যানের প্যানেল-পদে শান্তনুর নাম

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেনকে বড় দায়িত্ব দিলেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। তৃণমূল সংসদীয় দলের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই সোমবার একতরফাভাবে শান্তনু সেনের নাম রাজ্যসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদের প্যানেলে ঘোষণা করেন জগদীপ ধনকর।

এতদিন পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে এই প্যানেলে ছিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। এবার রাজ্যসভার তরফে এই প্যানেলের জন্য অপেক্ষাকৃত নবীন মুখ শান্তনু সেনকে বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে যেহেতু এই সিদ্ধান্তের পিছনে তৃণমূল কংগ্রেস সংসদীয় দলের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি তাই এই রাজ্যসভার সাংসদের দায়িত্ব গ্রহণ নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। কারণ এই সাংসদ নিজে সিদ্ধান্ত দলের উপরেই ছেড়েছেন।

এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে শান্তনু সেন বলেন, রাজ্যসভায় অধিবেশনের শুরুতেই চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর আমার নাম ঘোষণা করেন। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়াও একাধিক দলের সাংসদের নাম এই প্যানেলে রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে জায়গা দেওয়া হয়েছে আমাকেও। এই ঘোষণার পরই দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও""ব্রায়েনের কাছে এই নিয়ে দলীয় সিদ্ধান্ত জানতে চাই। সেক্ষেত্রে আমি তাঁকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি বিষয়টি নিয়ে দল যা সিদ্ধান্ত নেবে আমি তা মেনে চলব।

গান্ধী পরিবার শুধুমাত্র নিজেদের পরিবারের মহিলাদের ক্ষমতায়নে আগ্রহী : স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গান্ধী পরিবারের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। কটাক্ষ করে স্মৃতি বলেছেন, গান্ধী পরিবার শুধুমাত্র নিজেদের পরিবারের মহিলাদের ক্ষমতায়নে আগ্রহী। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বলেছেন, দরিদ্র অথবা দলিত নারীদের ক্ষমতায়নে আগ্রহী নয় গান্ধী পরিবার। স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে সোনিয়া গান্ধী আজ অনুপস্থিত ছিলেন। বিল নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল, তখন তাঁর ছেলেও (রাহুল গান্ধী) চলে যায়। এটা আরও দুর্ভাগ্যজনক যে, যখন স্পিকার জিজ্ঞেস করেন কে এই বিলটিকে (মহিলা সংরক্ষণ বিল) সমর্থন করেছে, তখন বিজেপি এবং এনডিএ সমর্থন করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস দল তা করেনি।'

"হাতে টাইপ করা তথ্যকে পর্ষদ 'ডিজিটাইজড' বলছে", দাবি বিচারপতির

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। কলকাতা হাই কোর্টে প্রশ্নের মুখে এসএসসি প্রাথমিক শিক্ষকের ওএমআর শিট (উত্তরপত্র)-এর 'ডিজিটাইজড কপি'। কোনও নথির ডিজিটাইজড কপি বলতে কী বোঝায়, জানতে চাইলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এজলাসে ডেকে পাঠানো হয় হাই কোর্টের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার (তথ্যপ্রযুক্তি) কল্লোল চট্টোপাধ্যায়কে।

কল্লোলবাবু জানান, প্রাথমিক ভাবে কোনও কপির ডিজিটাইজড কপি বলতে বোঝায়, আসল নথি স্ক্যান করে তার প্রতিলিপি মোবাইলে বা সমাজমাধ্যমে দেখা। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ, পর্ষদ 'ডিজিটাইজড' ওএমআর শিটের নাম করে যে সব তথ্য দিচ্ছে, সেগুলি হাতে টাইপ করা। তার সঙ্গে আসল কপির কোনও মিল নেই। অথচ হাতে টাইপ করা ওই তথ্যকেই পর্ষদ 'ডিজিটাইজড' বলছে। প্রাথমিকের আসল ওএমআর শিট আগেই নষ্ট করার অভিযোগ রয়েছে।

বিচারপতি জানতে চান, কী ভাবে এটা ডিজিটাইজড ডেটা হতে পারে? সিবিআই এটা কী ভাবে বলছে ডিজিটাইজড ডেটা? আসলের সঙ্গে কোনও মিল নেই। সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, এসবসু রায় কোম্পানি এটাকেই ডিজিটাইজড ডেটা বলেছে।

বিচারপতি প্রশ্ন করেন, আপনারা সেটা বিশ্বাস করে নিলেন কিসের ভিত্তিতে? ওই কোম্পানি যা বলছে, তা কি সব সত্য? আপনারা রক্ষা করছেন এসবসু রায় কোম্পানিকে। কেন ওই কোম্পানির কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি?

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পাউরুটি, ডিমসেদ্ধ ছাড়া রোজ সকালে কী খাবেন?

কাজে বেরোনোর আগে তাড়াহুড়োতে এমন কিছু একটা খেতে হবে যা অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি রাখে। দুধ সহ্য হয় না, তাই কর্নফ্লেক্স বা পরিজ খান না। এক রকম ফল, সঙ্গে পাউরুটি আর ডিমসেদ্ধ দিয়েই সকালের জলখাবার সেরে নেন। তবে রোজ গতে বাঁধা সেই এক খাবার কারই বা খেতে ভাল লাগে? কিন্তু কাজে এনার্জি পেতে গেলে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাটের জোগান তো দিতে হবে।

তবে ডিম-পাউরুটি ছাড়াও এই সমস্ত উপাদানের জোগান দিতে পারে এমন খাবার পারে পনির চিল্লা। মাঝেমধ্যে স্বাদে বদল আনতে বানিয়ে ফেলতেই পারেন। কী ভাবে বানাবেন? রইল রেসিপি।

উপকরণ:

বেসন: এক কাপ

নুন: আধ চামচ

গোলমরিচের গুঁড়ো: এক চা চামচ

পনির: আধ কাপ

পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ

টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ

কাঁচা লঙ্কা কুচি: দু'টি

জোয়ান: আধ চা চামচ

ধনে পাতা: আধ কাপ

জল: এক কাপ

প্রণালী:

১) প্রথমে একটি পাত্রে পনির ছাড়া সমস্ত উপকরণ নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। সামান্য একটু ধনে পাতা রেখে দিতে পারেন। পরে কাজে লাগবে। ২) তার পর পরিমাণ মতো জল দিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। ৩) জল মেশানোর সময়ে খেয়াল রাখবেন মিশ্রণ যেন খুব পাতলা না হয়ে যায়। যেমন ঘনত্ব চান সেই বুঝে জল মেশাবেন। ৪) এ বার ননস্টিকের চাটু বা প্যানে সামান্য তেল ব্রাশ করে নিন। ৫) উপর থেকে সামান্য পরিমাণে বেসন এবং পনিরের মিশ্রণ ঢেলে দিন। ৬) প্যান ঘুরিয়ে রুটির মতো গোল আকার দিতে পারেন। এক পিঠ হলে অন্য পিঠও একই ভাবে ভেজে নিন। ৭) এ বার চিল্লার মধ্যে গ্রেট করা পনির, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং ধনেপাতা দিয়ে মুড়ে নিন। ৮) টোম্যাটোর সসদিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ওজন নিয়ে সমালোচনা

জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। নিঃসন্দেহে দক্ষ অভিনেত্রী। তবুও অভিনয়ের চেয়ে বেশি তাঁর ওজন চর্চায় উঠে এসেছে বার বার। কথা হচ্ছে বিদ্যা বালনকে নিয়ে। সম্প্রতি একটি ইউটিউব সাক্ষাতারে ''বডিশেমিং'' নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বললেন অভিনেত্রী। ওজন নিয়ে সমালোচনা মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল বিদ্যাকে।

পরিবারের কেউই সিনেমার জগতের সঙ্গে যুক্ত নন। ফলে এই ধরনের নেতিবাচক কথা এবং পরিস্থিতি কী ভাবে সামলাবেন, তা অনেক সময়েই বুঝতে পারতেন না। কিন্তু নিজের চেহারা নিয়ে কখনও অখুশি ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে যে সমালোচনার ঝড় উঠত, তার প্রতিবাদও করতে পারতেন না। কেন পারতেন না, সাম্প্রতিক সাক্ষাতারে তা খোলসা করেছেন তিনি। বিদ্যা জানিয়েছেন, কাউকে দু-চার কথা শুনিয়ে দিতে তিনি আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করতেন। কারণ, তাঁর মা চেয়েছিলেন তিনি ওজন ঝরিয়ে রোগা হোন। শুধুমাত্র মায়ের কথা রাখতে একটা লম্বা সময় তাঁকে ডায়েট করতে হয়েছে। শরীরচর্চাও করতে হত। সব কিছুই তিনি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে করতেন। শুধুমাত্র মায়ের কথা রাখতে। চেহারা নিয়ে মেয়েকে ব্যঙ্গের শিকার হতে হচ্ছে, তা মেনে নিতে পারতেন না বিদ্যার মা। তিনি চেয়েছিলেন, বিদ্যা ওজন কমিয়ে ফেলুন। তা হলে আর কোনও সমালোচনা শুনতে হবে না। সে কারণেই মেয়ে না চাইলেও তাঁকে ডায়েট এবং শরীরচর্চা করতে বাধ্য করতেন। সেই সময়ে রাগ হলেও এখন বিদ্যা বুঝতে পারেন আসলে কোন যন্ত্রণা থেকে মা তাঁকে জোর করতেন। তবে ডায়েট, ব্যায়াম করেও যে ওজন কমেছিল, তা নয়। বিদ্যা বলেছেন, সারা জীবন হরমোনের সমস্যায় ভুগেছি আমি। যখন অল্প বয়স ছিল, লোকে বলত এত সুন্দর দেখতে তোমায়, একটু ওজন কমিয়ে ফেলো। এটা শুনতে কিন্তু সব সময় ভাল লাগত না। আমি ব্যায়াম করতাম। তাতে হরমোনের সমস্যা কিছু কমেছিল। কিন্তু পরে আবার বেড়ে যায়। লোকে ভাবতেন, ভুল খাবার, শরীরচর্চা না করার জন্য মোটা হয়ে যাচ্ছি। আসলে তো তা নয়। হরমোনের সমস্যার জন্য কখনও রোগা হতেই পারলাম না। শরীরচর্চা করতে বললেই আমার রাগ হয়ে যায়। কী ভাবে লোকে জানতে পারছে, আমি শরীরচর্চা করছি না? কত চ্যালেঞ্জ পেরোতে হয়েছে, তার খবর কেউ রাখেন কি?

উপুড় হয়ে শোয়ার অভ্যাস? এতে ঘাড় কোমরের ব্যথা বেড়ে যেতে পারে কি?

পুজোর মাস দুয়েক আগেই পূজাবার্ষিকী হাতে এসে গিয়েছে। একসঙ্গে এতগুলো বই তো একবারে পড়ে ওঠা সম্ভব নয়। ছুটির দিনে অল্প অল্প করে পড়ে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে। দুপুরবেলা মাংস-ভাত খেয়ে, উপুড় হয়ে উপন্যাস পড়তে পড়তে অন্য এক জগতে হারিয়ে যাওয়া। তবে অনেকেই বলেন, পেটের উপর চাপ দিয়ে শোয়ার অভ্যাস না কি আদতে ভাল নয়।

তা কোমর এবং ঘাড়ের ক্ষতি করে। অবশ্য শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা হলে বা নাক ডাকার সমস্যা থেকে রেহাই পেতে অনেকে এই ভঙ্গিতে শুতে পছন্দ করেন। তা হলে কোন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবেন?

চিকিৎসকেরা বলছেন, অতিমারি অর্থাৎ করোনার সময়ে অনেকেই হয়তো খেয়াল করেছেন, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যায় আরাম পেতে বহু রোগীকেই উপুড় করিয়ে শুইয়ে রাখা হত। অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে গেলে ততণাতএই টোটকায় অনেকেই আরাম পেয়েছিলেন। তবে নিয়মিত এই ভঙ্গিতে শোয়ার খারাপ দিকও রয়েছে। তাঁদের মতে, প্রশ্বাস নেওয়ার সময়ে ফুসফুস যতটা ফুলে ওঠার কথা, উপুড় হয়ে শুলে ততটা জায়গা পেতে পারে না। ফলে শ্বাস নিতে সমস্যা হতেই পারে। চিকিতার পরিভাষায় যাকে ''হাইপোপ্লাসিয়া'' বলা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই হাইপোপ্লাসিয়া মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। যা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

আবার হাড়ের চিকিতকেরা বলছেন, কেউ যদি বালিশে মাথা রেখে উপুড় হয়ে শোয়া অভ্যাস করেন, সে ক্ষেত্রে ঘাড়ে চোট লাগার সম্ভাবনা থেকেই যায়। দেহের গোটা কাঠামো ধরে রাখে যে সুষুম্নাকাণ্ডটি, তার শুরুটা হয় মস্তিষ্কের খানিকটা পর থেকেই এবং তার সঙ্গে যোগ থাকে কোমরের। তাই বালিশের উপর ঘাড় রেখে তা এদিক-ওদিক ঘোরালে লাম্বার স্পাইন অর্থাতমেরুদণ্ডের একেবারে শেষপ্রান্তের ডিস্কে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থেকেই যায়। ভারী কাজ না করেও ঘাড়, কোমরের ব্যথায় ভুগতে পারেন। তা ছাড়া ভরপেট খেয়ে যদি কেউ পাকস্থলীর উপর চাপ দিয়ে, উপুড় হয়ে ঘুমোতে যান, সে ক্ষেত্রে হজমের গন্ডগোলও হতে পারে।

বিজ্ঞাপনে দেখা শ্যাম্পু মেখেও খুশকি যাচ্ছে না?

শীতকালে সমস্যা বাড়ে, তবে সারা বছরই খুশকির সমস্যায় নাজেহাল থাকেন অনেকেই। বর্ষাতেও খুশকির সমস্যা যেন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। খুশকির কারণে অপ্রস্তুতেও পড়তে হয় অনেক সময়। চুলে চিরুনি চালালেই কাঁধের একপাশ ভরে যায় খুশকিতে। দেখতে খারাপ তো লাগেই, সেই সঙ্গে খুশকির জন্য চুলের অবস্থাও বেহাল হয়ে পড়ে। চুলের গোড়া থেকে ক্ষতি করে খুশকি। অত্যধিক পরিমাণে চুল ওঠার নেপথ্যেও রয়েছে এটি। টেলিভিশনের পর্দায় বিজ্ঞাপন দেখে অনেকেই খুশকি তাড়ানোর শ্যাম্পু কিনে ব্যবহার করেন। তাতে সাময়িক লাভ হলেও দীর্ঘস্থায়ী কোনও সমাধান পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে কয়েকটি ঘরোয়া জিনিস ব্যবহার করে দেখতে পারেন। এতে খুশকির সমস্যারও সমাধান হবে, আবার চুলও ঝলমলে হবে। রইল খুশকি তাড়ানোর কয়েকটি ঘরোয়া কৌশলের খোঁজ।

নারকেল তেল- চুলের খেয়াল রাখতে নারকেল তেলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারকেল তেল খুশকি দূর করতেও সাহায্য করে। কিন্তু নারকেল তেল কী ভাবে ব্যবহার করলে তবেই সমাধান পাবেন, তা জেনে নেওয়া জরুরি। স্নানের আধ ঘণ্টা আগে নারকেল তেল মাথায় মালিশ করুন। তার পর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু''বার ভাল করে নারকেল তেল ব্যবহার করলেই খুশকি দূর হবে।

অ্যালো ভেরা জেল- ত্বকের যত্নে অ্যালো ভেরা জেল সত্যিই উপকারী। ত্বকের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান করে করে এই জেল। তবে শুধু ত্বক নয়, চুলের যত্নেও অ্যালো ভেরা জেলের জুড়ি মেলা ভার। বিশেষ করে খুশকি তাড়াতে অ্যালো ভেরা জেল সত্যিই উপকারী। স্নানের ঘণ্টাখানেক আগে অ্যালো ভেরা জেল মাথার তালুতে ভাল করে মালিশ করে নিন। কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করার পর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ভাল করে চুল ধুয়ে নিন। সপ্তাহে দু'বার ব্যবহার করলে চুল ভাল থাকবে। খুশকির সমস্যাও দূরে চলে যাবে।

রসুন- রান্নায় স্বাদ আনতে রসুনের জুড়ি মেলা ভার। পাশাপাশি, রসুন খুশকি দূর করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তবে মাথায় রসুন ব্যবহারের পদ্ধতিটি জেনে নিতে হবে। কয়েক কোয়া রসুন খোসা ছাড়িয়ে অলিভ অয়েলের সঙ্গে গরম করে নিন। ঠান্ডা হলে মাথার ত্বকে ভাল করে মালিশ করে নিন। রসুনের গন্ধ খুব ঝাঁঝালো হয়। তাই শুধু জল দিয়ে চুল ধুলে হবে না। রসুন-তেল মাথায় মেখে শ্যাম্পু করে নেওয়াই ভাল।

শরীরচর্চা না করেই ওজন ঝরাতে চান?

হাজার রকম ডায়েট, মেপে খাওয়াদাওয়া, কোনওটাই কমাতে পারেনি অতিরিক্ত ওজন। এ দিকে, শরীরচর্চা করার সময় বার করতে পারছেন না কিছুতেই। তা হলে পুজোর আগে ওজন কমবে কী করে? ভরসা রাখতে পারেন জাপানি পদ্ধতিতে। জল খেয়েই ঝরিয়ে ফেলতে পারেন শরীরের বাড়তি মেদ! বহু বছর ধরেই জাপানিরা এই ''ওয়াটার থেরাপি''-র উপর আস্থা রেখেছেন। ওয়াটার থেরাপিতে যে হেতু প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হয়, তাই আমাদের শরীরের বিপাকের হারও বেড়ে যায়। ফলে বাড়তি মেদ অতি সহজেই ঝরে যেতে পারে। এ ছাড়াও জল খেলে শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যায়, যা দ্রুত ওজন কমায়।

জেনে নিন জাপানি কায়দায় জলের উপর ভরসা করবেন কী ভাবে?

১) রাতে ঘুমোনোর সময়ে পাশে এক বোতল জল নিয়ে শুতে হবে। ঘুম থেকে উঠেই সবার আগে জল খেয়ে দিন শুরু করুন। শরীরের কাজকর্ম ঠিক মতো চালু করতে এই অভ্যাস ভীষণ জরুরি। ২) রাস্তায় বেরোলেই জলের বোতল সঙ্গে রাখুন। মাঝেমধ্যে মিষ্টি কিংবা নোনতা কিছু খেতে ইচ্ছা হলে জল খেয়ে নিন। তাতে পেট ভরবে ভুলভাল খাবার ইচ্ছাও কম যাবে। খাবার খাওয়ার আধ ঘণ্টা আগে এক গ্লাস জল খেয়ে নিতে পারেন। এর ফলে খাওয়ার সময় খুব বেশি খেতে ইচ্ছে করবে না।

৩) নির্দিষ্ট সময় অন্তর মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে রাখুন। কাজের মাঝে থাকলেও তখন জল খেতে ভুলবেন না। খাবারের পরিমাণ না কমিয়ে জল খাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে নজর দিন।

৪) সার ক্ষণ জল খেতে ভাল না লাগলে ডিটক্স ওয়াটার খেতে শুরু করুন। বোতলে জল ভরে তার মধ্যে শসা, পুদিনা পাতা, লেবু, তরমুজ, স্ট্রবেরির মতো রসালো ফল দিয়ে সারা রাত রেখে দিন। তার পর সারা দিন সেই বোতলের জলে চুমুক দিতে পারেন।

৫) কেবল জল খেলেই চলবে না, জল আছে এমন শাকসব্জি, ফলও বেশি করে খেতে হবে।

ভারতীয় রুটি দীর্ঘ ক্ষণ নরম রাখার টোটকা জার্মান তরুণীর

ভারতীয় খাবারের কদর তো সারা বিশ্বেই রয়েছে। হয়তো কখনও ভারতীয় কোনও বন্ধুর দৌলতে রগরগে রান্না চেখে দেখার সুযোগ ঘটেছিল এক সময়ে। সেই থেকেই ভারতীয় খাবারের প্রেমে পড়ে গিয়েছেন। আবার ভারতীয় খানা চেখে দেখবেন বলেই কয়েক হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এই দেশে এসেছেন অন্য দেশের মানুষ এমন নজিরও নেহাত কম নয়।

তেমন ভাবেই ভারতীয় খাবারে মজেছিলেন জার্মানির এক ভ্লগার আন্দ্রেয়া। শুধু ভারতীয় খাবার খাওয়া নয়, নিত্যদিন রান্নাও করেন তিনি। আর তা করতে গিয়েই বিরাট এক সমস্যার মুখে পড়েন ওই জার্মান তরুণী। শক্ত রুটি নরম করার পন্থা বার করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন সম্প্রতি। আর সেই থেকেই চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে ভিডিয়োটি। হয়তো ভারতীয় খাবারের প্রতি ভালবাসা থেকেই আন্দ্রেয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মন্টির সঙ্গে। সাধারণ ভারতীয় বাড়িতে যেমন রুটি খাওয়া হয়, তেমনই হয় আন্দ্রেয়া এবং মন্টির বাড়িতেও। কিন্তু গরম রুটি করার কিছু ক্ষণের মধ্যেই তা এমন শক্ত হয়ে যায় যে, হাত দিয়ে সহজে ছেঁড়া যায় না। চিবোতে গেলেও দাঁতে ব্যথা হয়। তাই গমের আটায় অ্যাভোকাডো এবং জল মিশিয়ে একটি মণ্ড তৈরি করেন তিনি। সেই মণ্ড থেকে তৈরি করা রুটি দীর্ঘ ক্ষণ পর্যন্ত নরম থাকে বলেই ওই তরুণীর দাবি। আন্দ্রেয়া বলেন, ''আটার সঙ্গে অ্যাভোকাডো দেওয়ার আগে আমারও বেশ চিন্তা হচ্ছিল। কিন্তু আমার পরিবারের সকলে আমাকে জানিয়েছেন যে, রুটি খেতে যেমন ভাল হয়েছে, তেমনই তা ছিঁড়তেও কোনও অসুবিধা হয়নি।'' তবে অ্যাভোকাডো ভারতের বাজারে পাওয়া গেলেও তা বেশ খরচসাপেক্ষ। তাই রুটি নরম রাখতে অ্যাভোকাডোর ভারতীয় বিকল্প হতে পারে আলুসেদ্ধ। আটার সঙ্গে সেদ্ধ আলু মিশিয়ে নিলেও রুটি অনেক ক্ষণ নরম থাকে। ভারতের বহু প্রদেশেই এই পদ্ধতি মেনে রুটি তৈরি করেন অনেকে।

সকালের জলখাবার খেলেই চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে

সকালের জলখাবার খাওয়ার পর দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে অনেকেরই। ছুটির দিন হলে দিবানিদ্রা দেওয়া সম্ভব হলেও অফিস থাকলে তা হয় না। ঘুম জড়ানো চোখ নিয়েই ছুটতে হয়। অফিসে গিয়ে হাতে হাজার কাজ থাকলেও আলসেমি যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর ঘুম পাওয়ার বিষয়টির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। ভাতঘুম অনেকের খুব প্রিয়ও। কিন্তু সকালের খাবার খেয়েও কেন ঘুম পায়? কোন কারণগুলি লুকিয়ে আছে নেপথ্যে? রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়া সকালের জলখাবারে পাউরুটি, সিরিয়ালস, ওট থাকে অনেকেরই। এই খাবারগুলিতে চিনির পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে খালি পেটে এগুলি খাওয়ার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাও বেড়ে যায়। এই কারণে শরীর ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ঘুম পায়। খাবারের পরিমাণ দুপুর এবং রাতে হালকা খান বলে সকালের জলখাবারে ভারী কিছু খান অনেকেই। পরিমাণেও খানিক বেশি থাকে। দিনের শুরুতে ভারী খাবার খাওয়া জরুরি বলে মনে করেন পুষ্টিবিদেরা। তবে পরিমাণে বেশি খেলে হজমের গোলমাল হয়। সেখান থেকেই শারীরিক দুর্বলতা তৈরি হয়। ফলে ঘুম ঘুম পায়। প্রোটিন কম খাওয়া শরীর ভিতর থেকে চাঙ্গা এবং চনমনে রাখতে প্রোটিন বেশি করে খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। সকালের জলখাবারে রুটি, পরোটা, পাস্তা, চাউমিন থাকে অনেকেরই। এই খাবারগুলিতে প্রোটিনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। সকালের দিকে শরীরে যথেষ্ট প্রোটিন না যাওয়ার কারণে এমন লাগে। তাই সকালের দিকে ডিম, দই, ফল বেশি করে খাওয়া জরুরি। তা হলে আর এমন হবে না। জল কম খাওয়া শরীরে আর্দতা কমে যাওয়া ঘুম পাওয়ার অন্যতম কারণ। সকাল অফিস বেরোনোর তাড়াহুড়ো কোনও রকমে খাবার মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়েন। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়া হয় না। জল কম খাওয়ার ফলে শরীর ভিতর থেকে আর্দতা হারাতে শুরু করে। সেই কারণে ঘুম পায়।

পাউরুটির সুস্বাদু হালুয়া

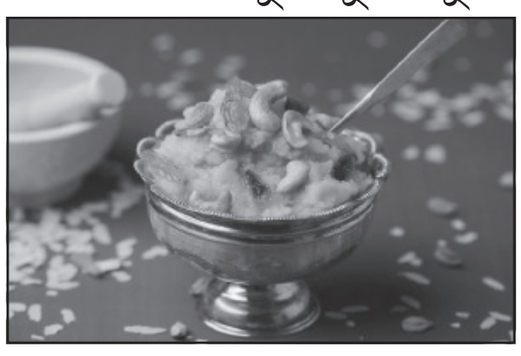

অনেক সময় না বলেই বাড়িতে অতিথি এসে হাজির হন। ঘরে তখন কিছুই নেই যে, অতিথির সামনে পরিবেশন করবেন। এমন পরিস্থিতিতে কিন্তু পাউরুটি দিয়ে হতে পারে মুশকিল আসান। কমবেশি সকলের ফ্রিজেই থাকে পাউরুটি। সেই পাউরুটি দিয়ে নোনতা থেকে মিষ্টি সবই বানিয়ে ফেলা যায়। তবে চটজলদি মিষ্টি কিছু বানাতে হলে, বানিয়ে ফেলুন পাউরুটির হালুয়া।

রইল রেসিপির হদিস।

উপকরণ:

পাউরুটি: ১২ থেকে ১৫ স্লাইস

দুধ: ১ কাপ

এলাচ গুঁড়ো: ১ চামচ

ঘি: ১০০ গ্রাম

কাজু, কিশমিশ, আমন্ড: স্বাদমতো

চিনি: আধ কাপ

কনডেন্সড মিল্ক: আধ কাপ

প্রণালী:

পাউরুটির ধারগুলো বাদ দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন।এ বার ফ্রাইং প্যানে ঘি গরম করে পাউরুটির টুকরোগুলি লাল করে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে এলে ওর মধ্যে একে একে ঘন করে রাখা দুধ, এলাচ গুঁড়ো, চিনি মিশিয়ে ভাল ভাবে নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে কনডেন্সড মিল্ক দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। মিশ্রণটি হালুয়ার মতো হয়ে গেলে উপর থেকে ঘিয়ে ভেজে রাখা কাজু, কিশমিশ, আমন্ড ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

শুধু ঘি নয়, মাখনেরও অনেক উপকার

সকালের জলখাবারে পাউরুটির সঙ্গে মাখন লাগবেই। স্বাস্থ্যের কথা ভেবে যতই পিনাট বাটার খান না কেন, দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে? মাঝেমধ্যে তো আসল মাখন খেতে ইচ্ছে করতেই পারে। কিন্তু দোকান থেকে কেনা মাখন খেলে যদি ক্ষতি হয়, সেই ভেবে বাড়িতেই তা তৈরি করতে চান। কিন্তু কী ভাবে করতে হয়, জানেন না। দুধের সর থেকে মাখন তৈরির সহজ পদ্ধতি রইল এখানে।

বাড়িতে কী ভাবে মাখন তৈরি করবেন? ১) মাখন তৈরি করতে যে যে পাত্র লাগবে, সেগুলি আগে থেকে ফ্রিজে রেখে দিন। ঠান্ডা পাত্রে দুধের সর ফেটানোর কাজ অনেকটা সহজ হয়। ২) এর পর ঘন দুধের উপর থেকে পুরু সর তুলে সরিয়ে রাখুন। বাজারে বিভিন্ন ধরনের দুধ কিনতে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যের কথা ভেবে অনেকেই ডবল টোন্ড, ফ্যাট ফ্রি বা স্কিম মিল্ক খেয়ে থাকেন। তা শরীরের জন্যে ভাল। তবে মাখন তৈরিতে এগুলি খুব একটা কাজে আসে না। ৩) এবার ফ্রিজে রাখা ঠান্ডা ব্লেন্ডারের জারের মধ্যে দুধের সর দিয়ে ভাল করে ফেটাতে থাকুন। অনেকে কাঠের ডাল-ঘুটনি দিয়েও ফেটানোর কাজ করে থাকেন। সে ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগবে।

৪) যে মুহূর্তে দুধের সর থেকে ফ্যাট জমাট বাঁধতে শুরু করবে এবং তা থেকে তরল আলাদা হয়ে যাবে, তখন ব্লেন্ডার বন্ধ করে দেবেন।

৫) ভেসে থাকা ফ্যাট অত্যন্ত সন্তর্পণে তুলে নেওয়ার পর অবশিষ্ট হিসেবে যে তরল পড়ে থাকে, তা বাটারমিল্ক হিসেবে খেয়ে থাকেন অনেকেই। ৬) এ বার ঠান্ডা জলে দুধের ফ্যাট জমা ওই মণ্ড ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। যাতে ওই মণ্ডের গায়ে কোনও ভাবেই তরল লেগে না থাকে। অনেকেই এই মণ্ড ধোয়ার জন্যে বরফগলা জল ব্যবহার করেন। তাতে ফ্যাট জমতে সুবিধে হয়। ৭) চাইলে এই মণ্ডে নুন মিশিয়ে নিতে পারেন। শুধু স্বাদ নয়, মাখন সংরক্ষণের করতেও সাহায্য করে নুন। ৮) এ বার ওই মণ্ড পছন্দের আকারে গড়ে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। অনেকে পার্চমেন্ট কাগজেও মাখন মুড়ে রাখেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিশ্বের সামনে ভারতের শক্তি উপস্থাপন করেছে ও বিশ্ব মুগ্ধ হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিশ্বের সামনে ভারতের শক্তি উপস্থাপন করেছে ও বিশ্ব মুগ্ধ হয়েছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সংসদের নতুন ভবনের রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'জি-২০ শিখর সম্মেলনের সময়, বিভিন্ন রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন বৈঠক হয়েছে। প্রতিটি রাজ্য অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের আতিথেয়তায় বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে...এটি আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর শক্তি।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমাদের সংবিধানে রাজ্যসভাকে উচ্চকক্ষ হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল, সংসদের উচ্চকক্ষ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে গুরুতর বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হবে। নতুন সংসদ ভবন শুধুমাত্র একটি নতুন ভবনই নয়, এটি একটি নতুন সূচনার প্রতীক। অমৃতকালের একেবারে শুরুতে এই ভবনের নির্মাণ এবং আমাদের সকলের এখানে প্রবেশের ফলে দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের আশা-আকাঙ্ক্ষায় নতুন শক্তি ও নতুন আস্থা তৈরি হবে।'

২০১০ সালেই মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস হয়েছিল, কিন্তু তা স্তব্ধ করে দেওয়া হয় : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজ্যসভায় বড়সড় দাবি করলেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। মঙ্গলবার নতুন সংসদ ভবনের রাজ্যসভার মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গে খাড়গে বলেছেন, 'তাঁরা আমাদের কৃতিত্ব দেয় না, তবে আমি তাঁদের নজরে আনতে চাই যে মহিলা সংরক্ষণ বিলটি ২০১০ সালে পাস হয়েছিল। কিন্তু তা স্তব্ধ করে দেওয়া হয়।'

খাড়গে এদিন আরও বলেছেন, 'তফসিলি জাতির মহিলাদের শিক্ষার হার কম এবং সেই কারণেই রাজনৈতিক দলগুলির দুর্বল মহিলাদের বেছে নেওয়ার অভ্যাস রয়েছে। যাঁরা শিক্ষিত ও লড়াই করতে পারে তাঁদের তাঁরা বেছে নেবে না।' খাড়গের মতে, অনগ্রসর, তফসিলি জাতির মহিলারা এমন সুযোগ পান না, যা অন্যরা পাচ্ছেন।

ঘোষণা হয়ে গেল আগামী বছরের নিট, জয়েন্ট ও নেট পরীক্ষার দিনক্ষণ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। আগামী বছরের সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা জয়েন্ট এন্ট্রাস (জেইই মেন) এর দিনঘোষণা হল। একই সঙ্গে দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হল সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট (জাতীয় স্তরে, প্রাক স্নাতক) এরও। কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট (কুয়েট) এর দিনক্ষণও ঘোষিত হল।

সর্বভারতীয় স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার প্রবেশিকা পরীক্ষার সেশন ১ অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর ২৪ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এছাড়া জেইই মেন সেশন ২ হবে ২০২৪ সালে ১ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে। সূত্রের খবর, জেইই মেইন ২০২৪ রেজিস্ট্রেশন এ বছর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা জেইই মেইন এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট [illegible] এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। পরীক্ষার দুটি সেশন হবে, একটি জানুয়ারিতে এবং আরেকটি এপ্রিলে।

এছাড়া মেডিক্যাল পড়ার জন্য সর্বভারতীয় স্তরে যে নিট (জাতীয় স্তরে, প্রাক স্নাতক) হয়, ২০২৪ সালে তা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৫ মে।

সর্বভারতীয় স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পিএইচডি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা (কুয়েট) হবে ১৫ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত। এই পরীক্ষাগুলি গ্রহণ করে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। এনটিএ-র তরফে জানানো হয়েছে যে, প্রতিটি পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার বুলেটিনের মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো হবে। এই বুলেটিনগুলি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন ফর্ম বা রেজিস্ট্রেশন প্রকাশের সময় প্রকাশ করা হবে।

রানিনগরে স্থায়ী সমিতি গঠনের তারিখ বিচারপতিকে জানাল রাজ্য

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর হবে মুর্শিদাবাদের রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটির নির্বাচন। কলকাতা হাই কোর্টে মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

মুর্শিদাবাদের রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটি নির্বাচন হবে কবে করানো হতে পারে, সে বিষয়ে শুক্রবার রাজ্যের মত জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি সিংহ। তিনি জানিয়েছিলেন, মঙ্গলবারের (১৯ সেপ্টেম্বর) মধ্যে রাজ্যকে জানাতে হবে নতুন করে কবে নির্বাচন করানো হবে। সেই সময়সীমা মেনে স্থায়ী সমিতি নির্বাচনের পরিবর্তিত সময়সূচি জানানো হয় রাজ্যের তরফে।

পঞ্চায়েত সমিতির যে ছ'জন কংগ্রেস সদস্যের বিরুদ্ধে এফআইআর রয়েছে, ওই দিন পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিংহ। হাই কোর্টের নির্দেশ, পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সভাপতি কুদ্দুস আলিকে জেল থেকে এনে ভোটদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটের দিন পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে দিতে হবে।

গত ১১ সেপ্টেম্বর বিচারপতি সিংহ রানিনগর-২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটি গঠনের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন। ফলে সভাপতি নির্বাচিত হলেও সেখানে স্থায়ী সমিতি নির্বাচনের কাজ থমকে যায়। ডোমকলের মহকুমা শাসককে হাই কোর্ট জানিয়েছিল, ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী কমিটি গঠনের বৈঠক করা যাবে না। শুক্রবারের শুনানিতে এ বিষয়ে রাজ্যের মত জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি সিংহ।

রঙিয়ায় উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ

রঙিয়া (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত রঙিয়ায় উদ্ধার হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় জনৈক যুবকের মৃতদেহ।

আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে রঙিয়ার ২ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার পাশে একটি নালায় ওই যুবকের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করেন স্থানীয়রা। মৃতদেহটি দেখে তাঁরা খবর দেন রঙিয়া সদর থানায়।

খবর পেয়ে দলবল নিয়ে এসআই পদমর্যাদার জনৈক পুলিশ অফিসার এসে মৃতদেহটির প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠান।

পা পিছলে নালায় পড়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে, না-কেউ তাকে খুন করে এখানে ফেলে গেছে সে ব্যাপারে নানা প্রশ্ন উঠছে স্থানীয় জনমনে। তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর ঘটনা সম্পর্কে খোলসা করা হবে। এর ভিত্তিতে তদন্তের গতি বাড়বে, জানিয়েছেন পুলিশের এসআই।

হাইলাকান্দিতে ২৮ লক্ষ টাকার বিগ বাজেটের গণেশ পূজা

হাইলাকান্দি (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিঘ্ননাশায় শ্রীশ্রী গণেশ বন্দনায় মুখরিত হাইলাকান্দি জেলা। কেবল হাইলাকান্দিই নয়, রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে বন্দনা হচ্ছে সিদ্ধিদাতা, বিঘ্ন বিনাশক গজাননের।

হাইলাকান্দিতে এবার বারোয়াড়ি ময়দানে ২৮ লক্ষ টাকার বিগ বাজেটের গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গণপতির পূজাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উদ্দীপনায় গোটা জেলা। গণপতির অভিষেক, পূজা-অর্চনা, হোমযজ্ঞ, আরতী, ভোগ, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মীয় শোভাযাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পরম্পরায় অস্থায়ী মন্দিরে গণেশ চতুর্থী পালন হচ্ছে।

এদিকে বঙাইগাঁওয়েও গণেশ চতুর্থী উদযাপন করছেন জেলার ভক্তপ্রাণ মানুষ। সমগ্র দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে বঙাইগাঁও জেলার লেঙটিছিঙায় সিদ্ধিদাতার পূজা-অর্চনা চলছে। তিনি দিনের ব্যতিক্রম কার্যসূচি গতকাল সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছে লেংটিছিঙা গণেশ মন্দিরে গণেশ চতুর্থী। আজ ভোর থেকে অগণন ভক্তের সমাবেশ ঘটেছে। আজ ভোর ৫.০০টা থেকে ঐতিহাসিক লেঙটিছিঙা গণেশ মন্দিরে ভক্তরা ভিড় জমিয়েছেন। সন্ধ্যেয় গণেশ বন্দনায় মুখরিত হবে গণেশ মন্দির চত্বর।

এছাড়া, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, শিবসাগর, যোরহাট, গোলাঘাট, লামডিং, নগাঁও, হোজাই প্রভৃতি অঞ্চলেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে গণপতির পুজো।

দুর্নীতির অভিযোগ, এমজেএন মেডিকেলে এসে তদন্তে শুরু স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধি দলের

কোচবিহার, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ। তদন্ত করতে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এল স্বাস্থ্য দফতরের এক প্রতিনিধি দল। মঙ্গলবার তাঁরা হাসপাতালে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছেন।

জানা গেছে, দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করতে সোমবার রাতে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কোচবিহারে আসেন। হাসপাতালের বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে স্বাস্থ্যভবনের সচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন হাসপাতালের প্রাক্তন অ্যাকাউন্টস অফিসার। তারই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার তাঁরা হাসপাতালে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছেন। স্বাস্থ্যভবন থেকে আসা ওই প্রতিনিধিদলে তিনজন সদস্য রয়েছেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের শেষ পাঁচ বছরের আর্থিক লেনদেনের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবেন।

অনন্তনাগ এনকাউন্টারে শহীদ সেনা প্রদীপ সিংকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের

শ্রীনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : অনন্তনাগ এনকাউন্টারে শহীদ কনস্টেবল প্রদীপ সিংকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। শ্রদ্ধা নিবেদনের পর শহীদ সৈনিক প্রদীপ সিংয়ের মৃতদেহ সম্পূর্ণ সামরিক সম্মানের সঙ্গে শেষকৃত্যের জন্য তাঁর শহরে পাঠানো হবে।লেফটেন্যান্ট গভর্নর বলেন, আমাদের বীর পুরুষদের অসীম সাহস এবং আত্মত্যাগকে অভিবাদন জানাচ্ছি। সমগ্র ভারতবাসী তাদের এই আত্মত্যাগের জন্য চিরকাল তাদের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। তিনি আরও জানান, এই দুঃসময়ে গোটা দেশ তাঁর পরিবারের পাশে রয়েছে।অনন্তনাগের গান্দোলের পাহাড়ি বনাঞ্চলে গত বুধবার থেকে চলা এনকাউন্টারে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে দুই সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে। সেইসময়ে ৪জন নিরাপত্তা কর্মী শহীদ হয়েছেন। যারমধ্যে একজন পুলিশ কর্মকর্তা, দুজন সেনা কর্মকর্তা এবং একজন সৈনিক রয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকায় বাকি সন্ত্রাসবাদীদের মারতে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান চলছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে সরকারি দফতরে সমস্ত শূন্য পদ ৬ মাসের মধ্যে পূরণ করা হবে : মনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের তরুণ প্রজন্মকে বড়সড় আশ্বাস দিলেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। মঙ্গলবার তিনি বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে সরকারি দফতরে সমস্ত শূন্য পদ ৬ মাসের মধ্যে পূরণ করা হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর এক সমাবেশে উপ-রাজ্যপাল বলেছেন, 'আমি এখানে ঘোষণা করছি, বিভিন্ন সরকারি দফতরের সমস্ত শূন্য পদ আগামী ৬ মাসের মধ্যে যথাযথ নিয়োগ অভিযানের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।' উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা আরও বলেছেন, "দরিদ্র মানুষের সন্তানেরও অফিসার হওয়ার অধিকার রয়েছে।" জম্মু ও কাশ্মীরের আঞ্চলিক দলগুলিকে কটাক্ষ করে উপ-রাজ্যপাল বলেছেন, 'কিছু দল রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুট করেছে, বিদেশে বিশাল ভিলা তৈরি করেছে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়েছে।'

কোকেরনাগ এনকাউন্টারে লস্কর কমান্ডার উজাইর খান নিহত, নিকেশ আরও এক সন্ত্রাসী

শ্রীনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগে এক সপ্তাহব্যাপী এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে লস্কর-ই-তৈবা কমান্ডার উজাইর খান। এছাড়াও নিকেশ হয়েছে আরও এক সন্ত্রাসী। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন কাশ্মীরের এডিজিপি বিজয় কুমার। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগে মঙ্গলবার সপ্তম দিনে পড়ে এনকাউন্টার। গত বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) থেকে কোকেরনাগের গারুল বনাঞ্চলে জঙ্গিদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল সুরক্ষা বাহিনী। আকাশপথেও চলতে থাকে নজরদারি। জঙ্গিরা যাতে কোনওভাবে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই চারিদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে সুরক্ষা বাহিনী। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এডিজিপি বিজয় কুমার বলেছেন, এনকাউন্টারস্থল থেকে লস্কর-ই-তৈবা কমান্ডার উজাইর খানের দেহ উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও নিকেশ হয়েছে আরও এক সন্ত্রাসী। এডিজিপি বলেছেন, ২-৩ জন সন্ত্রাসীর উপস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের কাছে ইনপুট ছিল। 'তৃতীয় সন্ত্রাসীকে খুঁজতে এলাকায় তল্লাশি চলছে।'

হাইলাকান্দিতে বাজেয়াপ্ত ১৮০ বস্তা বার্মিজ সুপারি বোঝাই কন্টেইনার, আটক এক

হাইলাকান্দি (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বার্মিজ সুপারির বিরুদ্ধে হাইলাকান্দি পুলিশের অভিযান অব্যাহত। জেলার অন্তর্গত পাঁচগ্রাম পুলিশের অভিযানে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১৮০ বস্তা অবৈধ বার্মিজ সুপারি বোঝাই একটি কন্টেইনার (পণ্যবাহী ট্রাক)। আজ মঙ্গলবার এ খবর জেলা পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে। সূত্রটি জানিয়েছে, পাঁচগ্রাম পুলিশ আজ ভোররাত প্রায় ২.০০টা নাগাদ শিলচর (কাছাড় জেলা সদর) থেকে কালাইনে (কাছাড়) যাওয়ার পথে পাঁচগ্রাম পুলিশ ফাঁড়ির অর্নগত ধলেশ্বরীতে পণ্যবাহী কনটেইনারের গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালিয়ে ১৮০ বস্তা বার্মিজ সুপারি উদ্ধার করেছে। অবৈধ বার্মিজ সুপারি পাচারের অভিযোগে পাঁচগ্রাম পুলিশ আটক করেছে হবিবুর লস্কর নামের কনটেইনার চালককে। চালক হবিবুরকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে, জানিয়েছে সূত্রটি।

শিবসাগরের গন্ধীয়া ন'পামে প্রাক্তন সেনাকর্মীর বাড়িতে দিনদুপরে চুরি, চাঞ্চল্য

শিবসাগর (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গণেশ চতুর্থীর আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে শিবসাগরের গন্ধীয়া ন'পাম গ্রামে দিনদুপরে দুঃসাহলিক এক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

জানা গেছে, প্রাক্তন সেনা জওয়ান ইন্দ্রেশ্বর গগৈয়ের বাড়িতে হানা দিয়ে চোরেরা লুটে নিয়ে গেছে স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকা। ঘরে কেউ ছিলেন না। এই সুযোগে কোনও চোর ইন্দ্রেশ্বর গগৈয়ের ঘরের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে এক জোড়া সোনার বালা, সোনার আঙটি, বাউটি সহ আরও কিছু সোনার গয়না এবং নগদ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

ভুক্তভোগী ইন্দ্রেশ্বর গগৈ জানান, সহধর্মিনীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গ্রামেরই এক বাড়িক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তাঁরা বাড়িতে নেই টের পেয়েই চোর তাঁর ঘরের দরজায় সাঁটা তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে মূল্যবান সামগ্রী ও নগদ টাকা নিয়ে গেছে। কেবল তা-ই নয়, চোর তাঁর ঘরের বেশ কিছু আসবাবপত্র, বিছানা, আলমিরা ইত্যাদি লণ্ডভণ্ড করেছে। আজ সংগঠিত চুরির ঘটনা সম্পর্কে থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন প্রাক্তন সেনাকর্মী ইন্দ্রেশ্বর গগৈ। এফআইআর-এর ভিত্তিতে এক মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানান ভুক্তভোগী গগৈ।

মৈরাবাড়িতে জনতার হাতে বমাল ধৃত দুই ড্রাগস পাচারকারী

মরিগাঁও (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত মৈরাবাড়ি থানাধীন দূরবান্ধি গ্রামে স্থানীয় জনতা তেড়ে গিয়ে ধরেছেন দুই ড্রাগস পাচারকারীকে। ধৃত দুই ড্রাগস পাচারকারীকে সাহচরা গ্রামের নাজিম উদ্দিন এবং দলৈগ্রামের আলাল উদ্দিন বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ঘটনা আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে ঘটেছে। এই দুই মাদক পাচারকারী দূরবান্ধি গ্রামে আসলে তাদের চালচলনে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। স্থানীয় জনতা জড়ো হতে বিপদের আঁচ করে এরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। তখন তাদের পিছু ধাওয়া করে পাকড়াও করেন জনতা। তাদের হেফাজত থেকে স্থানীয় জনতা ড্রাগস ভরতি ২০টি কৌটা, একটি এএস ২১ এফ ৯৯৫৯ নম্বরের সুপার স্প্লেন্ডার মডেলের মোটর বাইক এবং একটি মোবাইল ফোনের হ্যান্টসেট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশে খবর দেন।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। দুই মাদক পাচারকারী নাজিম উদ্দিন ও আলাল উদ্দিনকে বমাল পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয়রা।

এলাকা দখলের লড়াইয়ের জের, নদিয়ায় হত যুবক, গ্রেফতার দুই

নদিয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। নদিয়ার সীমান্তবর্তী করিমপুরে সোমবার গভীর রাতে নওশাদ শেখ নামে এক যুবকের খুনের ঘটনা ঘটে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এলাকা দখলের লড়াইয়ের জেরেই অপর গোষ্ঠীর হাতে খুন হতে হয় ওই ব্যক্তিকে। বছর ৩৪-এর ওই ব্যক্তির বাড়ি নদিয়ারই মুরুটিয়া থানা এলাকার ধারা গ্রামে।

এ ব্যাপারে দশ জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত যুবকের পরিবার। ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। দুই সমাজবিরোধী গোষ্ঠীর এলাকা দখলের লড়াইয়ের জেরে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে নওশাদকে, প্রাথমিক ভাবে এমনটাই অনুমান পুলিশের।

পুলিশ সূত্রে খবর, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মুরুটিয়া থানার ধারা পাকসিয়া এলাকার দুই সমাজবিরোধী গোষ্ঠীর একটির অন্যতম মাথা নওশাদের সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর নেতা বাইতুল্লার দীর্ঘ দিনের লড়াই। সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলির দখল কার হাতে থাকবে, মূলত এই নিয়ে বিবাদ দুই সমাজবিরোধী গোষ্ঠীর। একটি মামলায় দীর্ঘ দিন জেলবন্দী ছিলেন নওশাদ। তাঁর দাবি ছিল, বাইতুল্লার ষড়যন্ত্রের জেরেই তাঁর গোপন ডেরার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল পুলিশ।

জেল থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেন নওশাদ। সেই খবর পৌঁছোয় বাইতুল্লার কাছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বাইতুল্লাও।

নতুন সংসদ ভবন পরিচিত হবে 'পার্লামেন্ট হাউস অফ ইন্ডিয়া' নামে, পুরনোর নাম "সংবিধান সদন"

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গণেশ চতুর্থীর মাহেন্দ্রক্ষণে মঙ্গলবার সংসদের বিশেষ অধিবেশনে নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন সংসদ ভবনের নাম "পার্লামেন্ট হাউস অফ ইন্ডিয়া" রাখার প্রস্তাব দেন। অন্যদিকে পুরনো সংসদ ভবনের নামকরণ হয় "সংবিধান সদন"। উপস্থিত সকলে সমস্বরে টেবিল চাপড়ে প্রস্তাবে সমর্থন জানান।

মঙ্গলবার দুপুর ১টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ নতুন সংবিধান ভবনে আনুষ্ঠানিক প্রবেশ হয়। তার আগে সকালে পুরনো সংসদ ভবন ছাড়ার প্রাক্কালে সংসদ সদস্যরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ভারতীয় গণতন্ত্রের বহু ইতিহাসের সাক্ষী পুরনো সংসদ ভবনকে। নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী পুরনো সংসদ ভবনের "প্রতিটি ইট"-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বলেন, "আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে পুরনো সংসদ ভবন।" এর পরেই তিনি বলেন, সকলের অনুমতিতে পুরনো সংসদ ভবনের নাম হোক "সংবিধান সদন", অন্যদিকে নতুন সংসদ ভবনের নাম "পার্লামেন্ট হাউজ অফ ইন্ডিয়া"। তখন সেন্ট্রাল হলে উপস্থিত ছিলেন স্পিকার ওম বিড়লা, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর সহ অন্যরা। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রস্তাব দেন, পুরোনো সংসদ ভবনের নাম রাখা হোক সংবিধান সদন। উপস্থিত সকলে সমস্বরে টেবিল চাপড়ে প্রস্তাবে সমর্থন জানান।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯৫ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৯৩ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি আজও পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

বেলুড়ে চালু হতে চলেছে পূর্ব ভারতের প্রথম যোগ মেডিক্যাল কলেজ

বেলুড়, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। এবার রাজ্যে শুরু হয়ে গেল যোগ চিকিৎসার ডাক্তারি কোর্স। ১১ জন নিট উত্তীর্ণ পড়ুয়াকে নিয়ে শুরু হল বেলুড়ের যোগ মেডিক্যাল কলেজে 'যোগশ্রী'র ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া।

কাউন্সেলিংয়ের প্রথম দফায় এই সাড়া মেলায় খুশি নবান্ন। কারণ পূর্ব ভারতে এটাই প্রথম সরকারি যোগ মেডিক্যাল কলেজ। মঙ্গল ও বুধ দুদিন প্রথম দফার ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। প্রথম পর্যায়ে মোট ৩৪ জন ছাত্র ভর্তির অনুমোদন দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটি। কলেজের অধ্যক্ষ তথা রাজ্যের আয়ুর্বেদ অধিকর্তা ডা দেবাশীষ ঘোষ জানিয়েছেন, প্রথম বছর হিসাবে এটা যথেষ্ট ভাল সাড়া। ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। আশা করি ৫০ টি আসনই ভর্তি হয়ে যাবে। জানা গিয়েছে, পড়ুয়াদের সবাই এই রাজ্যের বাসিন্দা। যোগ কাউন্সিলের দাবি মেনে সরকার বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ক্যাম্পাসে পাঁচতলা বিল্ডিং তৈরি হয় যোগ মেডিক্যাল কলেজের জন্যে।

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের অধীনে করিমগঞ্জে মেয়েদের জন্য আত্মরক্ষার ট্যাকওয়াণ্ডো প্রশিক্ষণ

করিমগঞ্জ (অসম) ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং উইঙ্গস ফর ইয়ুথ এনজিও-এর সহযোগিতায় করিমগঞ্জ জেলার মেয়েদের সেল্ফ ডিফেন্স বা আত্মরক্ষার জন্য সোমবার করিমগঞ্জে ট্যাকওয়াণ্ডো প্রশিক্ষণ কার্য্যসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার বেলা ১ টায় করিমগঞ্জ শহরের সরস্বতী বিদ্যানিকেতন সিনিয়র সেকেন্ডারি বিদ্যালয়ে এই প্রশিক্ষণ কার্য্যসূচির সূচনা করা হয়। এতে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য করিমগঞ্জের নারী ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের অধীনে, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের অধীনে আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রধান ভূমিকা নেওয়া হয়েছে।লক্ষণীয়, এতে তিন মাসের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যেখানে বিভিন্ন বয়সের প্রায় ২০০ জন মেয়ে অংশগ্রহণকারী আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন করিমগঞ্জের সহকারি আয়ুক্ত ও ভারপ্রাপ্ত জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক রূপক মজুমদার। তিনি বলেন এই প্রশিক্ষণ কার্য্যসূচির মাধ্যমে মেয়েদেরকে আত্মরক্ষার পদ্ধতিগুলি শেখানো হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন এর মাধ্যমে মেয়েদের মধ্যে শারীরিক সক্ষমতা বাড়বে সাথে সাথে আত্মবিশ্বাস ও বৌদ্ধিক বিকাশও বাড়বে। অনুষ্ঠানে করিমগঞ্জ ডিএইচইডব্লিউ এর জেলা প্রকল্প সমন্বয়ক ঈশিতা দাস, এনজিওর সদস্য, মেয়ে অংশগ্রহণকারী এবং তাদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহারে ফাইন আদায় করা হবে হাইলাকান্দিতে

হাইলাকান্দি (অসম) ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে হাইলাকান্দি পুরসভা এলাকায়ও তা ব্যবহার ধরা পড়লে জরিমানা আদায় করা হবে। হাইলাকান্দি পুরসভার নির্বাহী আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিতে জনসাধারণকে ১২৫ মাইক্রোনের নিচে সিঙ্গুল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার না করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে হাট বাজার এলাকা, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে কোন অবস্থাতেই এ ধরনের প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহার করা যাবে না। যদি এ ধরনের কোন সিঙ্গুল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার হাইলাকান্দি পুর এলাকায় ধরা পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আদায় করা হবে বলে পুরসভার নির্বাহী আধিকারিক সতর্ক করে দিয়েছেন।

কোটা বাড়াতে হবে: মায়াবতী

লখনউ, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) জাতীয় সভাপতি মায়াবতী মহিলা সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, মহিলা সংরক্ষণ বিলের সঙ্গে তিনি আছেন। জনসংখ্যা অনুযায়ী ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ থাকলে ভালো হয়। সংরক্ষণে এসসি-এসটি এবং ওবিসি-র জন্য কোটা নিশ্চিত করতে হবে।মঙ্গলবার সংবাদিক সম্মেলনে বিএসপি প্রধান বলেন, আজ মহিলা সংরক্ষণ বিলের মাধ্যমে আমাদের দলের দাবি পূরণ না হলে আমাদের দল সংসদে পেশ করা এই বিলের সমর্থন করবে না। সংসদে পাস করতেও সহায়তা করবে না। কারণ এখানে এখনও প্রতিটি ধর্ম ও বর্ণের নারীকে প্রতিটি বিষয়ে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রাখা হয়েছে। দেশে সকল সম্প্রদায়ের নারীদের নিরাপত্তা, সম্মান ও প্রয়োজনীয় উন্নতির কথা বলা হলেও তা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে এসসি-এসটি এবং এখন ওবিসি সম্প্রদায়ের সংরক্ষণকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য সংবিধানের মানবিক উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে ক্রমাগত খেলা করা হচ্ছে। এসব বিষয়ে সব দলের ভূমিকাই এক।বিএসপি প্রধান মায়াবতী আরও বলেন, তিনি সংসদের উভয় কক্ষে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এটা তাঁর জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। মঙ্গলবার নবনির্মিত সংসদ ভবনও উদ্বোধন করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অভিষেকের আর্জি খারিজ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি স)। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাই কোর্টে লিখিত ভাবে বক্তব্য জমা দিতে আরও তিন দিন সময় চেয়েছিলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে আদালত তা মঞ্জুর করেনি।মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের মন্তব্য, "আজকের মধ্যে সব পক্ষের লিখিত বক্তব্য জমা দেওয়ার কথা ছিল। আরও তিন দিন অতিরিক্ত সময় দেওয়া যাবে না।" বুধবারের মধ্যে বক্তব্য জানাতে হবে অভিষেককে। ওই দিন বিকেল সাড়ে ৪টের সময় এই মামলার পরবর্তী শুনানি। অন্য দিকে, আদালতে লিখিত বক্তব্য জমা দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক। কলকাতা হাই কোর্ট তাঁকে জানায়, নতুন করে কোনও রক্ষাকবচের প্রয়োজন নেই তাঁর। কারণ, ইডি আগেই এ ব্যাপারে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে। এবং এ যাবৎ সেই প্রতিশ্রুতি তারা পালনও করেছে।অভিষেকের আইনজীবী জানিয়েছিলেন, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ১০ সেপ্টেম্বর অভিষেককে সমন পাঠিয়েছে।

রণক্ষেত্র

● প্রথম পাতার পর

হয়ে ফিরে আসতে হয় চন্দ্রার মা এবং ভাইকে।দুর্ভাগ্য বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সাত সকালে তাদের কপালে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটে। আসে মেয়ের মৃত্যুর খবর। চন্দ্রার মা ভাই বোনসহ পরিবারের অন্যান্য লোকজনেরা ছুটে আসে আগরতলার জিবি হাসপাতালে। তারা দেখতে পায় চন্দ্রার গলায় এবং কানে আঘাতের চিহ্ন। তাদের ধারণা চন্দ্রা কে গলাটিপে হত্যা করেছে তার স্বামী উত্তম দেব, ভাসুর গৌতম দেব এবং তার স্ত্রী জবা দেব। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে রয়েছে চন্দ্রার শ্বশুর শাশুড়িও।

চন্দ্রার মা জানিয়েছেন তার মেয়ের হত্যাকারি স্বামী উত্তম দেব ভাসুর গৌতম দেব এবং তার স্ত্রী জবা দেব সহ পরিবারের অন্যান্য লোকজনদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন। অভিযুক্ত হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন তিনি। এদিকে চন্দ্রার এই রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আগরতলার জিবি হাসপাতাল ক্ষনিকের জন্য রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। ক্ষোভে ফেটে পড়ে চন্দ্রার বাপের বাড়ির লোকজনেরা। গন পিটুনি দেয় শ্বশুরবাড়ির লোকজনেদের। চন্দ্রার বাপের বাড়ির লোকজন এদের উত্তেজিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে অনেকটা চোরের মতই গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত লম্পট স্বামী উত্তম দেব এবং তার বড় ভাই গৌতম দেব। আগরতলা জিবি হাসপাতালে গোটা ঘটনার যে সমস্ত ভিডিও ফুটেজ সামনে এসেছে তাতে অনেকাংশেই স্পষ্ট চন্দ্রার মৃত্যুর ঘটনার পেছনে রয়েছে বড়সড় রহস্য।

চন্দ্রার বাপের বাড়ির লোকজনেরা যখন তার কাগজপত্র চাইছিল তখন চন্দ্রার ভাসুর গৌতম দেবের স্ত্রী জবা দেব এমন বিশ্রী ভাবে অঙ্গভঙ্গি করেন যা চাক্ষুষ করার পর চন্দ্রা দেবের মৃত্যুর পেছনে ভয়াভহ রহস্য আরো বেশি পরিমাণে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। যাবতীয় ঘটনাটা এখন পুলিশের তদন্ত সাপেক্ষ। পুলিশের হাই ভোল্টেজ টর্চের আলো পড়লেই বেরিয়ে আসবে চন্দ্রা দেবের মৃত্যুর আসল রহস্য।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

যেই ব্যাকে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ছিল বলে তিনি জানান। একটি কক্ষে চারটি সিট থাকলেও উপরের দুটি সিট খালি ছিল। পরদিন সকাল অর্থাৎ সোমবার সকাল সাড়ে সাতটায় যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন ট্রেনটি গোহাটি অতিক্রম করে নিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান সবার সবকিছু থাকলেও উনার গলার ব্যাগটি নেই। বিস্মিত হয়ে ব্যাগ খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। কিন্তু কোথায় কিছু পাননি। ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীরাও ব্যাগ খোঁজাখুঁজি করার পর অবশেষে পাওয়া যায় খালি ব্যাগ পড়ে আছে। ভেতরে এক টাকাও নেই। প্রত্যেকে ই কোথায় আরপিএফ রয়েছে তাদের নিরাপত্তার জন্য খুঁজতে থাকে। কিন্তু নিরাপত্তার বিন্দুমাত্র নিদর্শন তারা পাননি। অবশেষে কয়েকজন বলেন নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে আরপিএফ এর দপ্তরে অভিযোগ জানানোর জন্য। এমনকি রাত ১০ টা পর্যন্ত কোন টিটিই কে পর্যন্ত পাওয়া যায়নি টিকিট চেক করতে আসার জন্য। এভাবেই একদিকে দিনের পর দিন দূরপাল্লার ট্রেন বেড়ে চললেও নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই উত্তর-পূর্ব ফ্রন্টিয়ার রেল কর্তৃপক্ষের। তাই সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে অন্ততপক্ষে দূরপাল্লার রেলগুলোতে যাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়। তা না হলে দিনের পর দিন মানুষ তাদের বহু মূল্যবান সামগ্রী টাকা-পয়সা হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরবে।

বিদ্যুৎকর্মী

● প্রথম পাতার পর

প্রায় রাত সাড়ে আটটা বেজে যায়। প্রণয় নাথের অবৈধ হুকলাইন কাঁটা হয়ে গেছে খবর পেয়ে প্রণয় নাথ লাঠিসোটা নিয়ে এসে হরিচরণ নাথের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে হরিচরণ নাথ হাতে পায়ে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতবিক্ষত হয়। বিদ্যুৎ দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরা প্রণয় নাথের হাত থেকে হরিচরণ নাথকে ছুটিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে তারা খালি হাতে ঘুরে আসে। অবশেষে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় হরিচরণ নাথ এবং তার সঙ্গের কর্মীকে ধর্মনগর অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে রাত আনুমানিক সাড়ে ৯ টায় এনে ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে সে উত্তর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে হরিচরণ নাথের বাড়ি ধর্মনগর থানাধীন যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের আনন্দবাজারে। এভাবে যদি বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা অবৈধ হুক লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ কাটতে গিয়ে আক্রমণের শিকার হয় তবে কোন জায়গায় বিদ্যুতের সমস্যা হলে বিদ্যুৎ কর্মীরা এলাকায় যাওয়ার জন্য নিরাপত্তার ভূমিকা কে নেবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিদ্যুৎ কর্মীরা উপযুক্ত নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যভিত্তিক শুভ সূচনা অনুষ্ঠান মঞ্চে উদ্বোধক ডাঃ মানিক সাহা সহ মঞ্চে অতিথির আসনে ছিলেন মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া,হ্যাল এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার দপ্তরের সচিব ডাঃ দেবাশীষ বসু, শিক্ষা দপ্তরে অধিকর্তা নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা,দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার ডাঃ কুলবন্ত সিং, দক্ষিণ জেলা জেলাপরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুব্রত দাস সহ অন্যান্য অতিথিগন।এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্য, শিক্ষা দপ্তরের কর্মী, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীগন ,সকলের উপস্থিতিতে শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম প্রানবন্ত রুপ নেয়, মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা ওনার মূল্যবান বক্তব্য বলেন রাজ্য সরকার শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং কৃষি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে , এছাড়াও আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর জন আরোগ্য যোজনা চালু করা হবে রাজ্যে , স্বাস্থ্য সচিব ডাক্তার দেবাশীষ বসু বলেন এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালকে সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করা হবে এবং বিলোনিয়া ফাস্ট রেফারেল ইউনিট হাসপাতালে কার্ডিয়াক সেন্টার খোলা হবে।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালালে আরও তিনজনের নাম উঠে আসে। তাঁদেরকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন,আটককৃত পাঁচ জনের কাছ থেকে ৪ টি ল্যাপটপ, দুটি মোবাইল, একটি এলইডি টিভি, একটি বাইকের ইঞ্জিন সহ কিছু রড উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার বাজার মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান তিনি।

গৃহবধূর

● প্রথম পাতার পর

দপ্তর, স্কাউটস এন্ড গাইডস ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম।সকলের সহযোগিতায় গঙ্গা মুন্ডা কে উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষ খবর অনুযায়ী গঙ্গা মুন্ডা বর্মন সুস্থ রয়েছে।

হাইলাকান্দিতে ডিএসসি-র জন্য রেজিস্ট্রেশনের করতে ডিডিও দেরকে আহ্বান

হাইলাকান্দি (অসম) ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্য সরকারের ট্রেজারির কাজকর্ম পুরোপুরি অনলাইনে নিয়ে আসতে ডিডিওদেরকে (ড্রয়িং এন্ড ডিসবারসিং অফিসার) যে ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট (ডি এস সি) এর আওতায় আনা হবে তার এক প্রশিক্ষণ এবং রেজিস্ট্রেশন জন্য হাইলাকান্দি জেলা আয়ুক্তের কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে-র সভায় জেলার ডিডিওরা অংশ নেন।প্রশিক্ষণ এবং রেজিস্ট্রেশন শিবির পরিচালনা করে রাজ্য সরকারের অর্থ বিভাগের প্রবীণ আধিকারিক তথা হাইলাকান্দি জেলা পরিষদের চিজ অ্যাকাউন্টস অফিসার (ভারপ্রাপ্ত ট্রেজারি অফিসার) বিশ্বজিৎ পাল জানান চলতি সেপ্টেম্বর মাসের কর্মচারীদের সেলারি বিল ডিএসসির মাধ্যমে অনলাইনে জমা করতে হবে। এতে ট্রেজারিতে জমা দেবার কোন হার্ডকপি থাকবে না। রাজ্য সরকারের নতুন পদ্ধতি ইন্টিগ্রেটেড ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আওতায় এতে ডিএসসির মাধ্যমে ডিডিওদেরকে একটি করে ডঙ্গেল দেওয়া হবে। এই ডংগেলের মাধ্যমে বিল তৈরি করে সরাসরি ট্রেজারিতে অনলাইনে জমা দিতে হবে।এই ডঙ্গেল পেতে অবিলম্বে ডিএসসির জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ট্রেজারিতে হার্ডকপি জমা দিতে হবে। ট্রেজারি তা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাবে। রাজ্য সরকার অনুমোদন দিলেই পরে ডিডিও-র জন্য ডঙ্গেল বরাদ্দ করা হবে। তবে যাদের ইতিমধ্যে ক্লাস থ্রি ডঙ্গেল আছে, তাদের জন্য নতুন করে ডিএসসির রেজিস্ট্রেশনের কোন প্রয়োজন নেই বলে ভারপ্রাপ্ত ট্রেজারি অফিসার বিশ্বজিৎ পাল স্পষ্ট করে দেন।উল্লেখ্য ডিএসসির জন্য ডিডিওদের প্যান কার্ড আধার কার্ড এবং আধারের সঙ্গে সংযুক্ত ফোন নম্বরের একটিভ মোবাইল ফোন থাকতে হয়। এদিকে বরাক উপত্যকার জন্য এই ইন্টিগ্রেটেড ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করতে রাজ্য সরকারের ডেজিগন্যাটেড অফিসার হাইলাকান্দির ভারপ্রাপ্ত ট্রেজারি অফিসার বিশ্বজিৎ পাল বরাক উপত্যকার কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলার ডিডিওদেরকেও অনুরূপভাবে অবিলম্বে ডিএসসির জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে আবেদন জানিয়েছেন। অন্যথায় শারদোৎসবের মুখে রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা সেপ্টেম্বর মাসের বেতনের পেমেন্ট পেতে অসুবিধার মুখে পড়তে পারেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

আমার মাটি আমার দেশ কার্যসূচির 'অমৃত কলস যাত্রাকে' সফল করতে করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্তের সকলের প্রতি আহ্বান

করিমগঞ্জ (অসম) ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : 'আমার মাটি আমার দেশ' কার্য্যসূচির অধীনে 'অমৃত কলস যাত্রাকে' সফল করে তুলতে করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মঙ্গলবার করিমগঞ্জের জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে অমৃত কলস যাত্রা কর্মসূচির রূপরেখা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদবের পৌরোহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে করিমগঞ্জ, বদরপুর ও রামকৃষ্ণ নগর পৌরসভার পৌরপতি, করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সিইও রুথ লিয়ানথাং, এডিসি মিনার্ভা দেবী আরামবাম ও উদয় শঙ্কর দত্ত, এসডিও(সদর) অমিত পারবোসা, সহকারি আয়ুক্ত মানষ প্রতিম বংজং, বিজেপি দলের জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য্য, ডিএসএ সম্পাদক সুদীপ চক্রবর্তী, সব জেলা পরিষদের সদস্য, গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তা ও সদস্য জেলার বিশিষ্ট নাগরিক ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জেলা আয়ুক্ত জানান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গ্রহণ করা কার্য্যসূচী 'মেরা মাটি মেরা দেশ' অধীনে ইতিমধ্যে ১৫ আগস্ট থেকে শিলা ফলকম, বসুধা বন্দন, বীরো কা বন্দন কার্য্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'অমৃত কলস যাত্রা' ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। এই অমৃত কলস যাত্রায় ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবরের মধ্যে জেলার গ্রাম এবং শহরাঞ্চলের ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ি থেকে একমুঠো মাটি বা চাল সংগ্রহ করে তা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামের এবং ওয়ার্ডের একটি পবিত্র স্থানে জমা করা হবে। এতে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসবমুখর পরিস্থিতিতে শোভাযাত্রা করে এবং জনগণকে এই কার্য্যসূচী সম্পর্কে অবগত করে এই মাটি ও চাল সংগ্রহ করতে জেলা আয়ুক্ত আহ্বান জানান। তারপর ২ অক্টোবর সংগৃহীত এই মাটি বা চাল অমৃত কলসে সংগ্রহ করে জনগণের সমন্বয়ে শোভাযাত্রা করে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বা পৌরসভা কার্য্যালয়ে উপস্থিত হবেন সেখানে প্রতিটি গ্রামের মাটি একত্রিত করে পঞ্চায়েতের অমৃত কলসে দান করা হবে।এই অনুষ্ঠানে বীরাঙ্গনা নারী, মুক্তিযোদ্ধা বীর সৈনিক, অর্ধ সামরিক বাহিনীর জোয়ান, সেনা কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা জানানো হবে। পাশাপাশি ১৫ অক্টোবর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ওই কলস অনুরূপ শোভাযাত্রার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খণ্ড উন্নয়ন কার্য্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। সেখানে ওই মাটিগুলো একসাথে মিশ্রণ করে ব্লক স্তরে থাকা দুইটি অমৃত কলসে দান করা হবে। তারপর ২৫ অক্টোবর খণ্ড উন্নয়ন কার্য্যালয়ে সংগৃহীত কলস দুইটি গুয়াহাটিস্থিত শ্রীমন্ত শংকর দেব কলা ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত রাজ্যিক পর্য্যায়ের অনুষ্ঠানের জন্য প্রেরণ করা হবে। এতে জেলা আয়ুক্ত জানান এই অমৃত কলস যাত্রার মাধ্যমে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে সমগ্র দেশ থেকে সংগৃহীত মাটি দিল্লিতে একত্রিত করে জাতীয় ওয়ার মেমোরিয়ালের পাশে অমৃত বাটিকা নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হবে। এই অমৃত কলস যাত্রা কার্য্যসূচিকে সফল করে তুলতে করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত জেলার সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তীব্র গতিতে চলছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের আপগ্রেডেশনের কাজ

গুয়াহাটি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রেলওয়ে স্টেশনের উন্নয়নের জন্য রেলমন্ত্রক অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ভারতীয় রেলওয়ের স্টেশনগুলিকে আপগ্রেডেশন / আধুনিকভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। চিহ্নিত ১,৩০৯টি স্টেশনের মধ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনকে অতিরিক্ত ও বর্ধিত যাত্রী সুযোগ-সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক ট্রেন টার্মিনাল হিসেবে বৃহৎ রূপে পুনর্বিকশিত করা হবে। উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।আজ মঙ্গলবার এক প্রেসবার্তায় এ খবর দিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, বর্তমানে পুনর্বিকাশের কাজে ডিপার্চার টার্মিনাল বিল্ডিঙের বিদ্যমান পরিকাঠামো ভেঙে ফেলার কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। ফাউন্ডেশনের জন্য খননের কাজও চলেছে। সেকেন্ডারি স্টেশন বিল্ডিঙের ফাউন্ডেশন ও রুফ স্ল্যাব পর্যন্ত কোলাম-আপ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং রুফ স্ল্যাবের জন্য শাটারিঙের কাজ চলছে। অ্যারাইভাল-১ টার্মিনাল বিল্ডিঙের দ্বিতল পর্যন্ত ফাউন্ডেশন ও পরিকাঠামোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বারান্দার স্তর পর্যন্ত কোলাম তৈরির কাজ চলছে।অন্যদিকে পার্সেল ও আরএমএস বিল্ডিঙের ফাউন্ডেশন ও পরিকাঠামোর কাজ প্রথমতল পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে এবং রুফ স্ল্যাবের জন্য শাটারিঙের কাজ চলছে। নতুন প্ল্যাটফর্মের জন্য মাটি ভর্তি করা ও সংকোচনের কাজ চলছে। সিওপি-এর জন্য পরিকাঠামোমূলক ড্রয়িং প্রস্তুতি পর্বে রয়েছে। পার্সেল ও আরএমএস বিল্ডিঙের কাছে এলিভেটেড রোডে পাইলিঙের কাজের জন্য ব্যারিকেডিং শুরু হয়েছে এবং পাইলিং শীঘ্রই শুরু করা হবে। সাইট অফিস, কনফারেন্স রুম ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে এবং ইউটিএস, পিআরএস, এমসিও নতুন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ডিপার্চার টার্মিনাল, পোডিয়াম পার্কিং, ড্রফ অব ক্যানোপি-এর জন্য আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং চূড়ান্ত করা হয়েছে।তিনি জানান, স্টেশনটিতে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা সহ একটি বিশাল রুফ প্লাজা থাকবে। ওয়েটিং লাউঞ্জ, ক্যাফেটারিয়া, লিফট-এসকেলেটর ও পোডিয়াম পার্কিং-এর ব্যবস্থাও এখানে করা হবে। পাশাপাশি সমগ্র স্টেশনটি প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুকূলভাবে তৈরি করা হবে, যার অধীনে স্টেশনটিতে সমস্ত প্রতিবন্ধী অনুকূল সুবিধা প্রদান করা হবে। যাত্রীদের সুগম চলাচলের জন্য আগমন ও প্রস্থানের সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা থাকবে। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য স্টেশনটিকে গ্রিন বিল্ডিং হিসেবে বিকশিত করা হবে এবং সৌর শক্তির ব্যবস্থা ও জল সংরক্ষণ পদ্ধতিও এখানে স্থাপন করা হবে।সব্যসাচী দে জানান, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন হলো উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্যতম একটি বৃহৎ ও ব্যস্ত একটি রেলওয়ে স্টেশন, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে চলেছে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পুনর্বিকাশের ফলে শুধুমাত্র যাত্রীদের বিশ্বমানের সুবিধাই প্রদান করা হবে না বরং পাশাপাশি স্টেশনটির পুনর্বিকাশের ফলে এই অঞ্চলের পর্যটন ও শিল্পকেও বিকশিত করবে।

বদিরবাড়ি এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক, তল্লাশি বনদফতরের

চালসা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মেটেলি ব্লকের গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন দক্ষিণ ধূপঝোরা বদিরবাড়ি এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক। জনবহুল এলাকার পাশে থাকা ছোট চা বাগানে আশ্রয় নিয়েছে চিতাবাঘ।সন্ধ্যার পরেই হানা দিচ্ছে সংলগ্ন লোকালয়ে। এমনই দাবি এলাবাসীদের। খবর পেয়ে মঙ্গলবার খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা এসে ওই চা বাগানে চিতাবাঘের খোঁজে তল্লাশি চালান। কিন্তু চিতাবাঘের কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। বাগানে ঢুকে বনকর্মীরা পটকাও ফাটান।জানা যায়, ওই এলাকায় চা বাগানের পাশেই রয়েছে বদিরবাড়ি এস পি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এদিন চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তেই বিদ্যালয় ছুটি দেওয়া হয়। পড়ুয়াদের নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি শিক্ষকরা। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইনজামামুল হক বলেন, 'এদিন চিতাবাঘের খবর ছড়িয়ে পড়তেই পড়ুয়া সহ অভিভাবকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আমরাও পড়ুয়াদের নিয়ে আতঙ্কিত।

দুর্গাপুরের অগ্নিকান্ডে অন্তর্ঘাত !

দুর্গাপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) মধ্যরাতে আসানসোল- দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ ভবনে (এডিডিএ) বিধ্বংসী আগিকান্ডে চাঞ্চল্য ছড়াল। আগুনের লেলিহান শিখায় গ্রাস করল এডিডিএ ভবনের গোটা তৃতীয়তল। পুড়ে খাক পর্ষদের ভূমি, পরিকল্পনা ও সিস্টেম বিভাগ। দমকলের ১২ টি ইঞ্জিন প্রায় ৮ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। মঙ্গলবার ঘটনাকে ঘিরে বিস্তর রহস্যের দানা বেঁধেছে। দুর্নীতির দায়ে ইডি-সিবিআইয়ের তদন্তের হাত থেকে বাঁচতেই রাতের অন্ধকারে আগুন লাগানোর অভিযোগ বিজেপির। তদন্তের নির্দেশ এডিডিএ—র চেয়ারম্যানের।দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে এডিডিএ ভবন। ১৯৭২ সালে তিনতলার ওই বিল্ডিং তৈরী। বিল্ডিংটিকে শহরের প্রশাসনিক ভবন-১ বলা হয়। তাতে এডিডিএ দফতর ছাড়াও রয়েছে চারটি ব্যাঙ্ক, শিল্পনিগম, এক্সচেঞ্জ, মোটর ভেহিক্যাল অফিস। একাধিক এটিএম। স্বাভাবিকভাবে বিল্ডিংটি যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ন। মঙ্গলবার রাত ২ নাগাদ নিরাপত্তারক্ষীরা বিল্ডিংয়ে তৃতীয়তল থেকে দাউ করে আগুন দেখে দমকলে খবর দেন। খবর পেয়ে সিটিসেন্টারের দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা ততক্ষনে বেশ কয়েকটি দফতর গ্রাস করে নেয়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে দফতরের কাঠের ফার্নিচার, কাগজের ফাইল, সামগ্রী থাকায় মুহুর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ভোর পর্যন্ত বিধ্বংসী আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হওয়ায় খবর দেওয়া হয় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, অন্ডাল বিমানবন্দর, রানীগঞ্জ দমকলে। সেখান থেকে সবমিলিয়ে দমকলের ১২টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। এদিন আগুন নেভাতে গিয়ে এক দমকল কর্মী ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।এদিকে, খবর পেয়ে হাজির হন আসানসোল দুর্গাপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি আগুন নেভানোর কাজের তদারকি করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসক, দমকলের আঞ্চলিক আধিকারিকসহ প্রশাসনিক আধিকারিকগন। অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্রই শহরের বহু মানুষ মধ্যরাত্রে থেকেই সিটি সেন্টারের এডিডিএ ভবনের সামনে ভিড় করেন।দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দারা আশঙ্কা প্রকাশ করে জানান,' দুর্গাপুরবাসীর জমির দলিল দস্তাবেজ সংক্রান্ত নথি ওই অফিসেই রয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে তা কতটা সুরক্ষিত রয়েছে বা আদৌ আছে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। দুর্গাপুরের বাসিন্দা পীযূষ মজুমদার বলেন, "আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের একতলায় রয়েছে একাধিক ব্যাংক, দোতালায় রয়েছে সংস্থার কনফারেন্স হল, তিনতলায় রয়েছে সংস্থার মূল অফিস। কিন্তু আশ্চর্য্যজনক ভাবে নিচের একতলা ও দোতালায় আগুন না লেগে একেবারে তিনতলায় আগুন লেগেছে। তাতেই প্রশ্ন জাগছে। ঘটনার পেছনে কোন চক্রান্ত থাকতে পারে। তাই তদন্ত হওয়া দরকার।' মঙ্গলবার বেলা ১১ টা নাগাদ আগুন আয়ত্তে আসে।এদিকে গুরুত্বপুর্ন ওই বিল্ডিং আগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নতুন করে ঝা চকচকে ইন্টেরিয়ার ডেকোরেট করা হয়েছে। অথচ স্প্রিংলার অগ্নিনির্বাপক নেই। এত বড় বিল্ডিংর লাগোয়া কোন আন্ডারগ্রাউন্ড জলের রিজার্ভারও নেই? অগ্নিনির্বাপনের জন্য লাগানো ফায়ার এক্সটিংগুইশার থাকলেও এদিন সেগুলো কাজে লাগানোর সময় হয়ে ওঠেনি। দমকল বিভাগের দাবী, ফায়ার অডিট করা হয় শহরের সব বিল্ডিংয়ের। বিল্ডিংটির ফায়ার অডিটে জানানো হয়েছিল অগ্নিনির্বাপকের বেহাল অবস্থার। প্রশ্ন তারপরও কেন অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা পর্য্যাপ্ত করা হয়নি? আর তাই একাধিক অন্তর্ঘাতের প্রশ্ন উঠেছে।ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে দমকলের আঞ্চলিক আধিকারিক শুভ্রাংশু মজুমদার বলেন," কি কারনে আগুন লাগল তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'এডিডিএ সূত্রে জানা গেছে, সার্ভার রুম, আইটি বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ, অ্যাকাউন্ট বিভাগ অক্ষত রয়েছে। আগুনে পুড়েছে ভুমি বিভাগ, পরিকল্পনা ও সিস্টেম বিভাগ। আরও প্রশ্ন। এত দ্রুত আগুন ছড়ালো কিভাবে? অগ্নিকান্ডে ভুমি দফতরের বহু নথী পুড়েছে। জমি সংক্রান্ত কোন নথী লোপাট করতেই কি অগ্নিকান্ড?দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘড়ুই জানান,' আগুন লাগলো, না লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে? সেটা দেখতে হবে। এসব দফতর দুর্নীতির আঁতুড়ঘর। ইডি, সিবিআই তদন্ত হলে দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে। লাখ লাখ জমি, বাড়ির নথি এভাবে ছাই হয়ে গেল শুধু এডিডিএ'র উদাসীনতায়। জমি সংক্রান্ত দুর্নীতির ফাইল লোপাট করতেই ষড়যন্ত্র করে আগুন লাগিয়ে নথী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই গোটা ঘটনার উচ্চপর্য্যায়ের তদন্তের দাবী জানাচ্ছি।' দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সিটু নেতা সৌরভ দত্ত বলেন, "এডিডিএ ভস্মীভূত হওয়াটা কি নিছকই দুর্ঘটনা, নাকি দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা? তদন্ত হওয়া দরকার।'

ক্রীড়াঙ্গন

ত্রিবেণীকে হারিয়ে সুপার ফোরের পথ প্রশস্ত লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের

লাল বাহাদুর ব্যামাগার: ২ ত্রিবেণী সংঘ: ১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। জয়ে ফিরেছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। তাও ত্রিবেণী সংঘকে হারিয়ে। এ জয়ের সুবাদে লাল বাহাদুর একদিকে যেমন সুপারফোরে খেলার প্রত্যাশা জিইয়ে রেখেছে। অপরদিকে ত্রিবেণী সংঘ এবারের মত মূল পর্বের দৌড় থেকে পুরোপুরি ছিটকে গেছে। লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার প্রথম দুটি ম্যাচে টানা জয়ের পর তৃতীয় ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘের সঙ্গে ন্যূনতম গোলে হার তাদের কিছুটা পিছিয়ে দিলেও পরবর্তী ম্যাচের রামকৃষ্ণের সঙ্গে দুই-দুই গোলের ড্র ফের মূল পর্বের দিকে এগিয়ে আসছিল। আজ দুই-এক গোলে ত্রিবেণীকে হারিয়ে সুপার ফোর-এর রাস্তা আরও কিছুটা প্রশস্ত করে নিয়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ২৭ তম ম্যাচে আজ, মঙ্গলবার লাল বাহাদুর ব্যামাগার ২-১ গোলের ব্যবধানে ত্রিবেণী সংঘ কে পরাজিত করেছে। খেলার ১১ মিনিটের মাথায় ত্রিবেনী সংঘের এফ.বি.এস একটি গোল করে দলকে এক-শূন্যতে এগিয়ে দেয়। কিন্তু দীর্ঘক্ষন এই লিড ধরে রাখতে পারেনি। ৩৬ মিনিটের মাথায় লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের প্রীতম সরকার গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। ৭ মিনিট বাদে শ্যাম কুমার আরও একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে দুই-এক হয়। দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও কোন দলের কেউ আর গোল করতে সক্ষম হয়নি। শেষ পর্যন্ত লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার দুই-একে জয়ী হয়ে পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে। এদিকে উত্তেজনার পাশাপাশি খেলোয়ারদের মধ্যে অসদাচরণ এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত কিছুতেই যেন মাঠ ছাড়ছে না। লাল বাহাদুরের জন জমাতিয়া এবং ত্রিবেণী সংঘের লাল ভাউলি সিরু কে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেওয়ার পাশাপাশি দু দলের আরো চারজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, অরিন্দম মজুমদার, পল্লব চক্রবর্তী ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা বীরেন্দ্র ক্লাব ও জুয়েলস এসোসিয়েশন বিকেল তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ফরোয়ার্ড	৬	৪	২	০	১৫-৪	১৪
রামকৃষ্ণ	৬	৩	২	১	১২-৬	১১
এগিয়ে চলো	৫	৩	২	০	৯-২	১১
লালবাহাদুর	৫	৩	১	১	১৩-৪	১০
ত্রিবেণী সংঘ	৮	২	২	৪	৭-১২	৮
জুয়েলস	৬	২	১	৩	১৩-১৩	৭
টাউন ক্লাব	৬	২	০	৪	৮-১২	৬
ফ্রেন্ডস ইউ:	৬	২	০	৪	১০-১৭	৬
বীরেন্দ্র ক্লাব	৬	১	০	৫	৫-২২	৩

মিলন স্মৃতি প্রাইজমানি ব্যাডমিন্টনের এন্টি আহবান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে, অল ত্রিপুরা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন -মিলন রানী দেবী স্মৃতি প্রাইজমানি মাস্টার্স ডাবলস ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে পয়লা অক্টোবর থেকে। দুইদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা চলবে তিনটি গ্রুপে, ৩০ ততোর্ধ, ৪৫ ততোর্ধ এবং ৫৫ ততোর্ধ বয়স গ্রুপে। একজন প্রতিযোগী কেবল মাত্র একটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবে। বয়সের প্রমান পত্র স্বরূপ প্রতিযোগীদের আধার কার্ডের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। প্রতি ডাবলস টিমের এন্টি ফি ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচ শত টাকা) ধার্য করা হয়েছে।প্রতিযোগীদের ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৮৭৮৭৮০৫০৫৪ নম্বরে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করার জন্য উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। টুর্নামেন্টের স্থান ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ব্যাডমিন্টন কোচিং সেন্টার, মেলার মাঠ, আগরতলা। সচিব রজত কান্তি সেন এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

ডেভিস কাপ টেনিসে ভারতের সাফল্যে ত্রিপুরা থেকে শুভেচ্ছা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। লখনউ শহরে আয়োজিত হয়েছিল ডেভিস কাপ টেনিস ইন্ডিয়া বনাম মরক্কো। ইন্ডিয়ান খেলোয়াড়রা দুর্দান্ত খেলে ৪ - ১ ব্যাবধানে মরক্কো কে পরাজিত করে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। সদ্য সমাপ্ত ইউ এস ওপেন টুর্নামেন্টের ডাবলস বিভাগে ৪৩.৬ বছর বয়সে ফাইনালে গিয়ে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন রোহান ভূপান্না। শুধু তাই নয় ডেভিস কাপ খেলায় উনার দুর্দান্ত খেলার ফলে ভারত জয় লাভ করেছে যা সত্যিই আনন্দের বিষয়। অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে রোহান ভূপান্নাকে সম্বর্ধনাও দেওয়া হয়েছে।

টিম ইন্ডিয়ার এই জয় লাভ তৎসঙ্গে রোহান ভূপান্নার এই বিশ্ব রেকর্ডের জন্য ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন এর তরফে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। প্রত্যাশা করছেন আগামী দিনে টিম ইন্ডিয়ার খেলোয়াড়রা আরও ভালো খেলবেন।

দেশের টেনিস খেলোয়াড়দের ভবিষৎ প্রজন্ম তৈরী করতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক অরূপ রতন সাহা এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

সুব্রত কাপ আন্তর্জাতিক ফুটবলে মিজোরামকে হারিয়ে ত্রিপুরার সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। সুব্রত কাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টে দারুন সূচনা ত্রিপুরার।

অনূর্ধ-১৭ জুনিয়র বালিকাদের ৬২ তম সুব্রত কাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে আজ, মঙ্গলবার ত্রিপুরার প্রতিনিধি তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল উদ্বোধনী ম্যাচ মিজোরামের সরকারি বেথেলহাম ভেঙ্গথালাম মিডিল স্কুলকে ৩-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দারুন ভাবে শুরু করেছে। ত্রিপুরা দলের পক্ষে শ্রেয়া দেব একাই দুটি গোল করে। এছাড়া একটি গোল করে ব্যবধান বাড়ায় মেরিনা জমাতিয়া।

উল্লেখ্য, এয়ার মার্শাল আর কে আনন্দ টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

জাতীয় সাব-জুনিয়র ফুটবল জব্বলপুরে ২২ সদস্যের ত্রিপুরা দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। জাতীয় সাব-জুনিয়র ফুটবলের জন্য রাজ্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। এবারকার সাব জুনিয়র বালকদের জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-২৪ অনুষ্ঠিত হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর। এতে অংশ নিতে ২২ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা দলের খেলোয়ারদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য দলটি হল: এশিয়ন দেববর্মা, ডেভিড মলসুম, সসুময় জমাতিয়া, উদয় পাল, দীপ্তন দাস, এরিয়ান দেববর্মা, সুরজিৎ ধর, জনসন দেববর্মা, বংগারীল হালাম, শুক্রধন চাকমা, সৌরভ ত্রিপুরা, বয়ার দেববর্মা, অধীন জমাতিয়া, জিসয়া দেববর্মা, সমীর জমাতিয়া, কাঁথার দেববর্মা, প্রানজিত ত্রিপুরা, খাসরাং জমাতিয়া , থছেন্দ্র রিয়াং অনুপ সিনহা, পইতু জমাতিয়া, নাইসিং জমাতিয়া।

সন্ধান চাই

Ref :- Khayarpur O.P. GD Entry No - 17 Dated : 13/09/23

পাশের ছবিটি শ্রী সুমন চক্রবর্তী পিতা শ্রী হারাধন চক্রবর্তী সাং পুরাতন আগরতলা থানা - বুধজংনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা বয়স - ২৫ বৎসর। উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চ গায়ের রঙ - শ্যামলা, মুখমন্ডল গোলাকার, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট, গত ১৩.০৯.২০২৩ইং দুপুরবেলা কাউকে কোনকিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসে নি। বহু খোঁজাখুঁজির করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

উপরে উল্লেখিত এই পলাতক আসামীর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০,
৩। জিবি টিওপি - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1013/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:EE-IED/AMB/15/2023-24 Dated 15/09/2023

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites online tender on beha 'Tripura' percentage rate tender(s). The details are given below:

SLNO	DNIT No.	ESTIMATED COST (in ₹)	EARNEST MONEY (in ₹)	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE & TIME OF OPENING
1	27/EE-IED/AMB/2023-24	8,33,874.00	16,677.00	Upto 17.00 Hrs on 03/10/2023	At 10.00 Hrs on 04/10/2023
2	28/EE-IED/AMB/2023-24	5,47,018.00	10,940.00		
3	29/EE-IED/AMB/2023-24	5,54,987.00	11,100.00		
4	43/EE-IED/AMB/2023-24	2,69,509.00	5,390.00		

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

For and on behalf of Governogof Tripura

ICA/C-2332/23

(ER. SUJIT DAS)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa

GOVERNMENT OF TRIPURA
TRIPURA ELECTRICAL LICENSING BOARD
GURKHABASTI, AGARTALA
Dated the 19/09/2023

NOTIFICATION

The Tripura Electrical Licensing Board (TELB) is going to conduct interview as per following schedule for awarding the License to Electrical Contractors for the year 2023 (2" spell) as per Tripura Electrical Licensing Procedure (TELP)-2019. The venue of interview is Electrical Inspectorate, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura.

DATE OF INTERVIEW	CATEGORY	ROLL NO.	10.30 AM to 1.00 PM	2.00 PM to 4.30 PM
29/09/2023	LICENSE TO ELECTRICAL CONTRACTORS	TELB/LC-2023/01-40	01-20	21-40

If in any case under involuntary situation interview couldn't be conducted on the scheduled date and time, the interview of that very day will be conducted on 30/09/2023. The admit card of all the candidates appearing may be collected from Electrical Inspectorate, Gurkhabasti w.e.f 21/09/2023 to 28/09/2023 from 11.00 AM to 4.00 PM.

ICA/D-1012/23

(Buddha Jamatia) Electrical Inspector (Ex-Officio Secretary, TELB) Agartala, Tripura (W)

SHORT NOTICE INVITING AUCTION

On behalf of the Governor of Tripura sealed quotation is invited for sale of the under mentioned condemned vehicle on "AS WHERE & IN WHATEVER CONDITION BASIS"

Sl. No	Registration No of vehicles	Type of vehicles	Place of auction	Remarks
1.	TR 01B – 1151	Maruti Gypsy	Bn HQr.13th Bn TSR (IR-IX), Subashnagar, Kanchanpur, North Tripura	
2.	TR 03 – 1061	TATA – 407 O/Tonner		

02. Intending buyers to furnish bids in sealed cover to be sent by Registered/Speed post/by hand to the undersigned in favour of the Commandant, 13" Bn TSR(IR-IX), Subashnagar, Kanchanpur, North Tripura so as to reach this office on or before 23.09.2023 at 4.00 PM. The tender will be opened at 03.30 PM on 25.09.2023, if possible the bidders or authorized representatives are requested to remain present at the time and place of opening. Envelope containing the tender should be sealed and super scribed on the top as "QUOTATION FOR PURCHASE OF CONDEMNED VEHICLES".

03. The intending buyer may inspect the condemned vehicles at Bn HQr. Subashnagar, Kanchanpur, North Tripura location from 11.00 AM to 04.00 PM during working days w.e.f 17.09.2023 to 22.09.2023. The undersigned reserves the right to reject or accept any rate including the highest one without assigning any reason whatsoever.

04. The intending buyer whose rate is accepted should have to pay 18% GST.

ICA/C-2341/23

(Lalhrusia Darlong)
Commandant
13th Bn TSR(IR-IX)

PNIeTNo. 113-129/EE/DWS/BLG/2023-24 dated 14/09/2023

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites on line percentage rate single bid from eligible bidders up to 15.00 hrs. 03/10/2023 for "Constn. ofcement concrete platform, GI post in/e necessary fittings attached to the different DTW & SBDTW scheme for FHTC under the jurisdiction of Kathalia (Gr.JI.- Gr. VII) Nalchar (Gr.V- Gr.IX) , Jampuijala RD Block(Gr.III- Gr.VII) " .For details please visit https:// tripuratenders_.gov.in and https://etenders.gov.in / eprocure /app. or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarhfor clarifications. if any.

ICA/C-2327/23

(Er.Subir Das)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

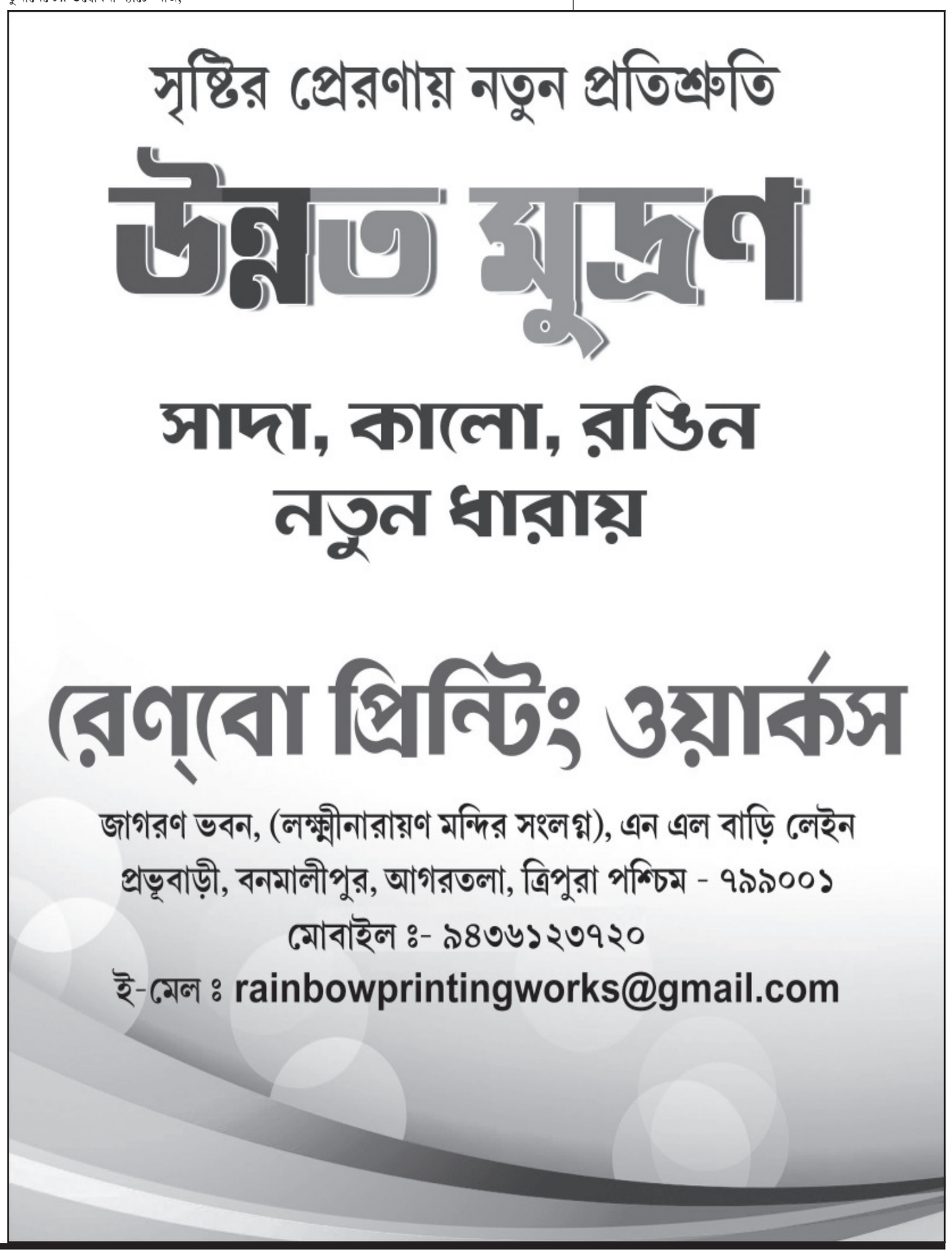

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বিলোনিয়া রেল স্টেশনে জিআরপি থানার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর।। আজ বিলোনিয়া রেল স্টেশনের যাত্রী সুরক্ষা সহ রেলস্টেশন চত্বরে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার হাত ধরে বেলা তিনটায় বিলোনিয়া রেল ষ্টেশনে জিআরপি থানার শুভ উদ্বোধন হয়, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে তিনি পুলিশ আধিকারিক দের নিয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে কথা বলেন, পরবর্তী সময়ে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন এবার কিছুটা হলেও অন্তত যাত্রীরা নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবেন এবং রেজিস্ট্রেশন পত্রের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হলো জিআরপি স্টেশন উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে।

বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল আগরতলা বেঙ্গালুরু হামসফর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে অল্প পেতে রক্ষা পেল আগরতলা বেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেস। দ্বিতীয় বালেশ্বর হতে পারত তামিলনাড়ু। অল্পেতে রক্ষা পেয়ে গেল ত্রিপুরা --- বেঙ্গালুরু গামী হামসফর এক্সপ্রেস। একই ট্রেকে মুখোমুখি হওয়ার আগে থেমে গেল হামসফর এক্সপ্রেস ও স্থানীয় রেল। ঘটনা সোমবার বিকেল তিনটা নাগাদ।
জানা যায়, ত্রিপুরা — বেঙ্গালুরু গামী হামসফর এক্সপ্রেস সোমবার বিকেল তিনটা নাগাদ তামিলনাড়ু রাজ্যের প্যারামবুর যাওয়ার পথে প্রায় দশ কিলোমিটার আগে এক রুমোহর্ষক ঘটনার সাক্ষী হয়। ঘটনাটা হতে পারতো দ্বিতীয় বালেশ্বর।একই ট্রেকে হামসফর এক্সপ্রেস ও স্থানীয় রেল। সফর রথযাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। মুখোমুখি হওয়ার আগেই থেমে গেল দুটি ট্রেন। প্রাণ বেঁচে যায় প্রায় কয়েক হাজার যাত্রী। দুটি ট্রেনের চালকই প্রশংসারযোগ্য। ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণে রাখার কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার রূপ নেয়নি এদিন।
হামসাফার এক্সপ্রেস এ সফর করতে দেখা যায় এডিসির প্রাক্তন মুখ্য কার্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা, প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব দেববর্মাকে। তারা যাচ্ছিল নামাকালে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে। তাদের নামার কথা ছিল প্যারামবুরে। বালেশ্বর এর ঘটনার পর ভারতীয় রেল মন্ত্রকের আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করছে তথ্যভিজ্ঞ মহল। সোমবার এই ঘটনা দ্বিতীয় বালেশ্বরের রূপ নিলে আবারো কান্নার রোল ছড়িয়ে পড়তো সর্বত্র। চালকদের সতর্কতা এবং সচেতনতার কারণে ঘটেনি বড়সড়ো দুর্ঘটনা।

বিলোনিয়ায় সাংগঠনিক সভার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর।। বিলোনীয়া ৩৫ মন্ডলের সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বিলোনীয়া শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম মঙ্গলবার বিকাল পাঁচটায় প্রদীপ প্রজ্বলন ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সাংগঠনিক সভার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।সাংগঠনিক বৈঠকের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি দলের দক্ষিণ জেলার প্রভারী পাপিয়া দত্ত, বিজেপি দলের দক্ষিণ জেলার সভাপতি শংকর রায়, বিভীষণ চন্দ্র দাস বিজেপি রাজ্য সভার সদস্য নিখিল চন্দ্র গোপ, সহ অন্যান্যরা, এইদিনের সাংগঠনিক সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে ৩৫ বিলোনীয়া মন্ডলের মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার বিলোনীয়া উন্নয়নের আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রস্তাব রাখেন।বিলোনীয়ার উন্নয়ন নিয়ে ওনার বক্তব্যের মধ্যে উঠে আসে,সাংগঠনিক বৈঠকে বিলোনীয়া শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত দলের ও গনসংগঠনের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাগন। এছাড়াও অনুরূপভাবে ৩৪ রাজনগর মন্ডলে নেতাজি সুভাষ মিলনায়তনে হয় সাংগঠনিক সভা সকাল ১১ টায়, বিকাল ৪ টায় মতাই মা মোহিনী কমিউনিটি হলে ৩৭ ঋষ্যমুখ মন্ডলে সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার উপস্থিতিতে।

মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। চুরির ঘটনার ফলে মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাছেন। এরই মধ্যে গতকাল গভীর রাতে বীরগঞ্জ থানাধীন মাতা মঙ্গলচন্ডী মন্দিরে হাত সাফাই করল চোরের দল।
জানা গেছে, আজ সকালে মন্দিরের কতৃপক্ষরা এসে মন্দিরে চুরি যাওয়ার ঘটনাটি দেখতে পান। চোরের দল মন্দিরের দানবাক্স ভেঙে অর্থ সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে।সাথে সাথে কতৃপক্ষরা বীরগঞ্জ থানায় খবর পাঠিয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পূর্ব পিলাক এলাকায় যোগদানসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ সেপ্টেম্বর।। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধানসভা নির্বাচনের পরিবর্তনের মূল কান্ডারী হিসাবে কাজ করেছেন মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। জোলইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনে আই পি এফ টি মনোনিত প্রার্থীর নাম ঘোষনার পর হাতেগুনা কয়েকদিনের মধ্যে মন্ডল সভাপতির নেতৃত্বে সকলে অক্লান্তপরিশ্রমের মাধ্যমে আই পি এফ টি মনোনিত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করেছেন। বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কাজ করেযাচ্ছেন মন্ডল সভাপতি। অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রে প্রতিনিয়ত চলছে যোগদানসভা। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে বারোধীশূন্য করে প্রতিনিয়ত চলছে যোগদানসভা। মঙ্গলবার পূর্ব পিলাক এলাকায় মন্ডলসভাপতির উদ্দ্যোগের এক যোগদানসভার আয়োজন করাহয়। আজকের এই যোগদানসভায় সি পি আই এম ও তিপ্রামথা দলত্যাগকরে ১৫ পরিবারের ৪৫ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদানকরেন। দলত্যাগীদের হাতে দলিয় পতাকাদিয়ে বরন করেনেন পাতাল কন্যা জমাতিয়া। আজকের এই যোগদানসভা উপস্থিত ছিলেন পাতাল কন্যা জমাতিয়া, জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, বিজেপির দক্ষিন জেলার সহ সভাপতি চাথই মগ সহ অন্যান্যরা। আজকের এই যোগদানসভায় উপস্থিত লোকজনদের দেখে সকলে আশা ব্যক্তকরেন মন্ডলসভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে আসন্ন লোকসভানির্বাচনে জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্র থেকে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী বিপুলভোটে জয়লাভ করবে।

দক্ষিণ ঘিলাতলী শান্তি পাড়া এলাকায় রাতের আঁধারে দুষ্কৃতির তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। কল্যাণপুর থানাধীন এলাকাতে অতি সম্প্রতি বেশ কয়েকটা কৃষি খেতে দুষ্কৃতিকারীদের তাণ্ডব লীলা সংগঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে ৭ থেকে ৮ জন কৃষক একপ্রকার সর্বশ্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনোভাবেই কোন ঘটনার কুলকিনারা করতে পারেনি পুলিশ। এবার বিশ্বকর্মা পূজার ঠিক আগের দিন কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তি পাড়া এলাকাতে বিকাশ সরকার নামের জনৈক কৃষকের প্রায় এক কানি লথ ছই এর জমিতে রাতের আধারে দুষ্কৃতি তাণ্ডব সংঘটিত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে গোটা খেত এই তাণ্ডব লীলার সাক্ষ্য বহন করছে। যেই কৃষি জমির ফসলকে ভিত্তি করে পরিবার পরিজন নিয়ে সুন্দরভাবে আগামী দিনে চলার স্বপ্ন দেখেছিলেন কৃষক বিকাশ, যে জমির ফসল বিক্রি করে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ঋণ শোধ করার বাসনা ছিল আজ যাবতীয় আসা-আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে গেছে, বারবার রুদ্ধ হয়ে যাওয়া ট্রেন্ড সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক দাবি করছিলেন আমার এই কৃষি ক্ষেত নষ্ট না করে আমার মাথায় যদি দুটা বাড়ি দিয়ে দিতো তাহলে বোধহয় ভালো হত। এদিকে ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট শান্তি পাড়া এলাকায় বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই ড্রাগস সহ বিভিন্ন প্রকারের অবৈধ নেশার রমরমা চলছে,পাশাপাশি আরও একটা বিষয় চাঞ্চল্যজনকভাবে উঠে আসছে বিষয়টা হচ্ছে এরকম এই নেশার বিরুদ্ধে যে কয়েকজন প্রতিবাদী হয়েছিলেন তাদেরই সাত আট জনের কৃষিজমির ফসল ইতিমধ্যে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, অনেকের দাবি হচ্ছে হয়তোবা এর পেছনে নেশার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ মদত রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে দিনের পর দিন এভাবে কৃষকদের জমিতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব সংঘটিত হলেও প্রশাসন বা পুলিশ প্রশাসন এর কোন কুলকিলারা করতে পারছে না।

একাধিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ নিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ সেপ্টেম্বর।। শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে কাজকরে যাচ্ছেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। মঙ্গলবার নিজ বিধানসভার সার্বিক উন্নয়নে ও এলাকার লোকজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য একাধিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করলো বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। মঙ্গলবার মনপাথর বাজারে এলাকার লোকজনদের নিয়ে বিধায়ক এক আলোচনাসভায় মিলিত হলেন। এই আলোচনাসভার মাধ্যমে কিভাবে মনপাথর এলাকার সার্বিক উন্নয়ন করাযায় তা নিয়ে এলাকার লোকজনদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরবর্তীসময় মনপাথর এলাকায় কৃষি দপ্তরের নবনির্মিত নার্সারি তৈরির কেন্দ্রটি পরিদর্শনকরলেন এবং এই নার্সারি কেন্দ্রের বিভিন্ন অফিস কক্ষের নির্মানের গুনগতমান যাচাইকরলেন। এইকাজের দায়িত্বে থাকা ঠিকেদারের সঙ্গে আলোচনাসভায় মিলিত হলেন বিধায়ক। যাতে করে কাজের গুনগতমান বজায়থাকে তার পরামর্শ প্রদানকরলেন বিধায়ক। উন্নয়নমূলক কর্মসুচীর মধ্যে রাত্রিবেলায় শান্তির বাজার সুগারমিলস্থিত গনেশপূজার শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে সকলের জন্য উন্মুক্ত করেদিলেন বিধায়ক। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়কের পাশাপাশি উপস্থিতছিলেন শান্তির বাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, ভাইসচেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা সহ অন্যান্যরা।

পানীয় জলের সংকটে দিশেহারা হদ্রাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। পানীয় জলের সংকটে দিশেহারা গোমতী জেলার হদ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু পরিবার। পানীয় জলের সংকট দূর করতে দীর্ঘ বছরের পর বছর ধরে স্থানীয় জনগণ প্রশাসন ও নেতা মন্ত্রী বিধায়কদের কাছে দাবী জানিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। দীর্ঘ ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে উদয়পুর মহকুমায় হদ্রা পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে। এই ওয়ার্ডে প্রায় দুই শতাধিক পরিবারের বসবাস।
এই পরিবার গুলি বিশুদ্ধ পানীয়জল থেকে বঞ্চিত। ফলে এই এলাকার বাসিন্দাদের খেতে হচ্ছে নদীর জল। এতে করে প্রায় সময় এলাকার লোকজন জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। এলাকায় বাসিন্দারা বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে ইতিপূর্বে এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে স্থানীয় জল সম্পদ দপ্তরের আধিকারিকদের নিকট বহুবার আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।এলাকার এক মহিলা জানান তিন বছর পূর্বে এলাকার পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য পাম্প মেসিন বসানোর জন্য কাজ শুরু করা হলেও ঠিকেদারের তালবাহানার কারনে এলাকাবাসিরা বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। সরকার থেকে জলের পাইপ বসানো হলেও, এই পাইপ দিয়ে জল সরবরাহ করা হয় না। এলাকাবাসীদের দাবি অতিসত্বর এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হোক।

যাত্রীবাহী বাস খালে পড়ে মৃত ৫ উদ্ধার ৪০ যাত্রী

চন্ডীগড়, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : পাঞ্জাবের মুক্তসার জেলার ওয়াডিং গ্রামের কাছে একটি বেসরকারি বাস খালে পড়ে গেলে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪০ জন বাসযাত্রীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। যাত্রীবাহী বাসটি মঙ্গলবার বিকেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার সময় বাসে প্রায় ৫৫ জন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। মুক্তসার - কোটকাপুরা সড়কের ভাদিং গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রথমে ৪০জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হলেও পরে জানা যায় প্রায় ৮ থেকে ১০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের খোঁজ শুরু করেছে ডুবুরিরা। খাল থেকে উদ্ধার হওয়া যাত্রীদের অ্যাম্বুলেন্সে করে মুক্তসার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আশেপাশের গ্রামের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। মুক্তসারের এসএসপি, সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বিধায়ক জগদীপ সিং ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আশেপাশের লোকজনের সহায়তায় ক্রেনের সাহায্যে খালে পড়ে যাওয়া বাসটি তোলা হয়। দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তিনি বলেন, প্রতি মুহূর্তে উদ্ধার অভিযানের তথ্য নিচ্ছেন।

নওয়াজের মুখে ভারতের প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের মুখে ভারতের প্রশংসা। ওনলাইনে দলীয় বৈঠকে বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ভারত চাঁদে যাচ্ছে। জি-২০ আয়োজন করছে। আর পাকিস্তান ভিক্ষে করছে।সামনেই পাকিস্তানের নির্বাচন। নির্বাচনে অংশ নিতে ২১ অক্টোবর ব্রিটেন থেকে পাকিস্তানে ফিরবেন তিনি। তার আগেই বিগত সরকারকে তুলোধনা করতে রীতিমতো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলেন শরিফ। লাহোরে একটি দলীয় বৈঠকে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে যোগ দিয়েছিলেন শরিফ। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ''আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে দেশে দেশে ভিক্ষা করতে হচ্ছে তহবিল জোগাড় করতে। এদিকে ভারত চাঁদে পৌঁছে যাচ্ছে। জি-২০ সম্মেলন আয়োজন করছে। ভারত যা পারে পাকিস্তান কেন তা পারে না? এর জন্য কে দায়ী? যখন অটলবিহারী বাজপেয়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাঁদের হাতে কয়েক বিলিয়ন ডলার মাত্র ছিল। কিন্তু আজ ভারতের বিদেশি মুদ্রা ৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।'

ত্রিপুরা ডিস্ট্রিবিউটার্স অ্যাসোসিয়েশনের নয়া কার্যালয়ের উদ্বোধন মেয়রের হাত ধরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। আজ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিবিউটার্স অ্যাসোসিয়েশনের নয়া কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়েছে। এদিন মহারাজগঞ্জ বাজার স্থিত এমবিবি ক্লাব সংলগ্ন স্থানে অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।
অ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি কার্যালয় অত্যন্ত প্রয়োজন। শুভ দিনে এই কার্যালয়ের সূচনা হয়েছে। রাজ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে ডিস্ট্রিবিউটার্সদের বড় ভূমিকা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে সরকার চায় গুনমান বজায় রেখে এবং নির্ধারিত মূল্য সঠিক ভাবে রাখার মাধ্যমে ব্যবসা করুক ব্যবসায়ীরা। এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ডিস্ট্রিবিউটার্স অ্যাসোসিয়েশন সরকারের পাশে থেকে সঠিক ভাবে পরিষেবা প্রদান করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

বোধজংনগর টিএসআর ক্যাম্পে দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানের সদর দপ্তরে বিশ্বকর্মা পূজা।

ক্ষমতায় এলে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করে মানুষের পঞ্চায়েত গড়ব : শুভেন্দু অধিকারী

সিউড়ি, ১৯সেপ্টেম্বর (হি. স.) : 'ক্ষমতায় এলে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করে মানুষের পঞ্চায়েত গড়ব।' সিউড়িতে দলের পঞ্চায়েতিরাজ সম্মেলন থেকে হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর আরও অভিযোগ, পুলিশ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে বিজেপি নেতাদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার মধ্যস্থতা করছে। দলের নেতাকর্মীদের নিজের এলাকায় সংগঠন বাড়ানোর পরামর্শও দেন বিরোধী দলনেতা।এদিন সিউড়ি ইণ্ডর স্টেডিয়ামে পঞ্চায়েতিরাজ সম্মেলন করে বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা প্রমুখ। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমরা যেদিন ক্ষমতা আসি ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করিয়ে মানুষের পঞ্চায়েত গড়ব। তৃণমূলের চোর পঞ্চক, বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বীতায়, ছাপ্পা মেরে, গণনায় কারচুপি করে জয়ী পঞ্চায়েত, বিডিও-আইসিদের দ্বারা নির্বাচিত তৃণমূলের চোর পঞ্চায়েত এরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে। ৬ মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচন করে আমরা মানুষের পঞ্চায়েত গড়ব।'অর্থাৎ বিজেপি এরাজ্যে ক্ষমতায় এলে ৬ মাসের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করানোর হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তাঁর আরও অভিযোগ, 'মমতা পুলিশ পৌঁছে গেছে বিজেপি নেতাদের কাছে। ১ কোটি করে টাকা দেব, তৃণমূলে চলে আসুন। আমার কাছে সব খবর আছে। তবে শুনে রাখুন তৃণমূল থাকবে না। যেদিন অনুব্রতর কাছে ভাইপো যাবে আর তৃণমূল থাকবে না। তৃণমূলের লোকেরাও শুনছে, এবার কার পালা।'বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'নতুন বোতল পুরনো মদ। কেষ্ট গেছে, কাজল এসেছে। সায়গলের জায়গা নিয়েছে কাজলের ভাগ্নে বাপ্পা। পরিণতি কিন্তু একই হবে। যদিভাবেন যা খুশি করব, সেই দিন চলে গিয়েছে।'দলের নেতা-কর্মীদের আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে দলের বুথ স্তরের সংগঠন শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন বিরোধী দলনেতা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।